



# প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13<sup>th</sup> Year, 3 Issue • 3 January, 2022, Monday • ১৮ পৌষ, ১৪২৮, সোমবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

## সরকারি বাড়িতে বেআইনি আস্তানা সংঘ ঘনিষ্ঠ বিজেপির এক নেতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। সরকারি বাড়িতে বেআইনি ভাবে আশ্রয় নিয়েছেন বিজেপি নেতা কিশোর বর্মণ। রাজ্য বিজেপির পরবর্তী সভাপতি হিসাবে যার কথা ভাবা হচ্ছে এই কিশোর বর্মণ আর এসএসএর একজন বিশ্বস্ত সন্ন্যাসী। তিনি নির্মীয়মান একটি বিলাসবহুল সরকারি আবাসানের একটি সুট দখল নিয়েছেন। যদিও নির্মাণকারী দফতর এখনও বাড়িটি সংশ্লিষ্ট দফতরকে হস্তান্তর করেনি। প্রশ্ন এসে যায় সরকার বা প্রশাসনের স্বলন, অনিয়ম দেখার দায়িত্ব যে মাতৃ সংগঠনের ওপর সেই সংগঠনের একজন সর্বত্যাগী সাধারণ সম্পাদক কিভাবে সরকারি বাড়ি জবরদখল করলেন, আর এই ক্ষেত্রে প্রশাসনেরই বা কি ভূমিকা? কি করছেন প্রশাসনিক কর্তারা? সরকারি উদ্যোগে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স এলাকায় আইএলএস হাসপাতাল যাওয়ার রাস্তার পাশে বিধায়ক আবাস তৈরি হচ্ছে।



সবকা বিক

জমিতে থাকছে আলাদা থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। অভ্যর্থনিক এবং তুলনামূলক বিলাসবহুল এই

আবাসনের নির্মাণ কাজ এখনো শেষ হয়নি। কিছু কিছু কক্ষের কাজ শেষ হলেও সব কাজ শেষ হয়নি। তাই পূর্ত দফতর এখনও এই বাড়িটি বিধানসভাকে হস্তান্তর করেনি। যেহেতু হস্তান্তর হয়নি এবং বাসযোগ্য বলে ঘোষণা হয়নি তাই বাড়িটির উদ্বোধন এখনও হয়নি। কিন্তু এই বাড়ির একটি সুটে গিয়ে বসবাস শুরু করে দিয়েছেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক কিশোর বর্মণ। কিন্তু কিভাবে? এই নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে প্রশাসনের অন্দরেও। বিধায়কদের জন্য নির্মিত বাড়িতে তিনি কি করে থাকছেন! এর চেয়ে বড় কথা কিশোর ভিত্তিতে থাকছেন। কোন্ দফতর

থাকবেন, তাতেও তো প্রশ্নের মীমাংসা মেলেনা। ওই ঘরের ভাড়া কত হবে তা কোন্ দফতর কিসের ভিত্তিতে নিরূপণ করবে? আবার কোন্ দফতর কিশোরবাবুকে ঘর ভাড়ার রিসিট দেবে? তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় কিশোর বর্মণ এই সুটে বাস করার জন্য ভাড়া দিচ্ছেন তাহলে এই ভাড়ার টাকা সরকারের কোন্ দফতরের কোন্ হেডে জমা হবে? এই নিয়ে হাজার প্রশ্ন এলেও তার কোনও উত্তর কারো কাছে নেই। হয়তো কিশোর বর্মণ ধরে নিয়েছেন সরকার যেহেতু বিজেপির তাই সব সরকারি ঘরের মালিকও তিনিই। কিন্তু তাও কি করে হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সর্বভাগ এবং রাষ্ট্র প্রেমের শিক্ষায় শিক্ষিত কিশোর বর্মণ সরকারি সম্পদকে নিজের ভেবে আছেন কোনও বিশ্বাসে। যে নেতাকে এই রাজ্য বিজেপির পরবর্তী সভাপতি হিসেবে ভাবা হচ্ছে এবং আরও দূরবর্তী • এরপর দুইয়ের পাতায়

## ৬৩ দিন পর পজিটিভিটি ১ শতাংশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। ৬৩ দিন পর রাজ্যে করোনার পজিটিভিটি রোট এক শতাংশ পেরিয়ে গেল। রবিবার রাজ্যবাসীকে ঘুম রেখেই, করোনা তার ‘ক্ষমতা’ জাহির করলো আবার। এদিন, রাজ্যে মোট ২২ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে। পশ্চিম জেলার ১৪ জন নাগরিক এদিন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। অন্যদিকে ধলাই জেলার ৩ জন, উত্তর জেলার ২ জন এবং দক্ষিণ- উত্তরকোচি ও গেমতী জেলার ১ জন আক্রান্ত হয়েছেন। বলা চলে, গত প্রায় ২ মাসের ব্যবধানে এদিন হঠাৎ করেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে গেছে। গত ৮ দিন ধরে রাজ্যে ডবল ডিজিটের করোনা আক্রান্তের সংখ্যা শনাক্ত হচ্ছে। এদিন, আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে ৫৫৬ জনকে করোনা পরীক্ষা করানো হয়। অন্যদিকে, ১, ৬৬৭ জনকে অ্যান্টিজেন পরীক্ষা করানো হয়। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ২, ১২৩ জনের শরীরের নমুনা পরীক্ষা হয় এদিন। তাতে আরটিপিসিআরের মাধ্যমে ৪ জন এবং অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ১৮ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়।

## মহাকরণ ও ময়দানে প্রস্তুতিপর্ব পর্যালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আগামী ৪ জানুয়ারি রাজ্য সফর উপলক্ষে রাজ্য প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাগুলির মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ণব কুমার দেব রবিবার বিকেলে পর্যালোচনা করেন। সচিবালয়ের ২নং সভাপতি ডা.

উ পমুখ্যমন্ত্রী বীষু দেববর্মা, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিঙ্কু রায়, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা.

আধিকারিক গণ, এমবিবি এয়ারপোর্টের ডিরেক্টর ও অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। পর্যালোচনা সভায় পরিবহণ দফতরের প্রধান সচিব শ্রীরাম তরগীকান্ত প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরের মিনিট টু মিনিট প্রোগ্রামগুলি তুলে ধরেন। তিনি জানান, মুখ্যসচিব কুমার অলক সহ বিভিন্ন দফতরের প্রধান সচিব, সচিব, আরক্ষা প্রশাসনের

## এইডস আতঙ্ক নেশায় সুলভ মূল্যের সিরিঞ্জ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্ষম, ২ জানুয়ারি।। উত্তর থেকে একেবারে দক্ষিণ। নেশা সাজানের নয়। পক্ত ঘটেছে এবার সক্রমে। এতদিন ধর্মনগর, পানিসাগর, পৌরস্বতল, দামছড়া, কাঞ্চনপুর ও আমবাসাকে যারা নেশার সাজাজা বলে জানতেন, খুব শীঘ্রই তারা মানবেন দক্ষিণ জেলার সীমান্ত এলাকা সাক্ষম ও নেশা পাচার এবং যুব অংশের প্রতিনিধিদের মধ্যে নেশা গ্রহণে উত্তর জেলাকে টেকা দিচ্ছে। আর নেশায় বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য এবং বেশি পরিমাণে তুণ্ডিলাভের জন্য অন্যান্য নেশা ছাড়িয়ে এবার ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা গ্রহণ চলছে রমরমিয়ে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পাঁচ টাকার সিরিঞ্জ আর সুলভে পাওয়া হেরোইন, ব্রাউন সুগার যুবকদেরকে দ্রুত ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সাত্রংমের শাকবাড়ি, কলাছড়া, তৈয়কুস্তা, গনগন মৌজা, মাইরাছড়ি, কাঁঠালছড়ি, কালিবাগার, ফুলছড়ি, সিদ্ধকপাথর, বনকুল, শ্রীনগর, বটতলা, আমলীঘাট, মাধবনগর, কৃষ্ণনগর, • এরপর দুইয়ের পাতায়

## মন্ত্রীর গ্রেফতারের নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালেন আইজি প্রিজন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। রাজ্য প্রশাসনে মন্ত্রীর নির্দেশও কী পাতা পায় না? আইএসএস দূরে থাক, টিসিএস অফিসাররাও যেন বুঝে গিয়েছেন মন্ত্রীর আদেশ না মানলে কিংবা নানা অভ্যুত্থানে চাপা দিয়ে রেখে দিলে কিছুই হবে না। শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া অন্যান্য মন্ত্রীদের ক্ষমতা যে কাঁচকলা তা তাদের আচার-আচরণে খোদ মন্ত্রীদেরকেই বার বার বুঝিয়ে দিয়েছেন। রামপ্রসাদ পালকে কারা দফতরের দায়িত্ব দেওয়ার পর দফতরের কর্মীরা ধরে নিয়েছিলেন, এককাল পরে হলেও কারা দফতর এবার একজন জবরদস্ত মন্ত্রী পেয়েছে। কারণ, বামোপের দীর্ঘ সময়ে শরিক দলের দুর্বলতর মন্ত্রীর হাতেই তুলে দেওয়া হতো কারা দফতর। বর্তমান সরকারের আমলে দফতরটি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে থাকলেও প্রায় আড়াই ডজন দফতর মুখ্যমন্ত্রীর হাতে থাকায় তিনি এদিকে নজরই দিতে পারেননি। কিন্তু এবার



আধিকারিকের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য মন্ত্রী নির্দেশ দেওয়ার এক মাস পরেও তা কার্যকর হয়নি। বলা ভালো, আইজি প্রিজন অদিতি মজুমদার মন্ত্রীর নির্দেশ সম্বলিত ফাইলটির উপর অনেকগুলো ফাইল রেখে চাপা দিয়ে রেখেছেন।



পারবেন না। খবর, কারা দফতরের ওএসডি পিন্টু দাসের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য গত প্রায় এক মাস পূর্বে নির্দেশ দিয়েছিলেন কার্যমন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। কিন্তু সেই ফাইলটি নিজের দফতরে চাপা দিয়ে রেখেছেন আইজি প্রিজন

অদিতি মজুমদার। একজন মন্ত্রী নির্দেশ দেওয়ার পর তা কার্যকর না করে এভাবে ফাইল চাপা দিয়ে রাখার নজির বাম আমলেও কখনো দেখা যায়নি। মহাকরণের অন্দরে কান পাতলেই শোনা যায়, এই আমলে আমলা এবং আধিকারিকরা শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীকেই তোয়াক্কা করে দলেন। এছাড়া আর কোনও মন্ত্রীকে তারা হাতের গুন্ডিতেই আনতে চান না। যে কারণে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ ছাড়া অন্য যেকোনও মন্ত্রীর নির্দেশকে তারা পাতাই দেন না, বরং তা নিয়ে সময়ে সময়ে হাসাহাসিও করেন। আর বিধায়কদের কোনও নির্দেশ কিংবা অনুরোধ আমলারা পারতপক্ষে যে কোনােই তুলেন না, তা বিধায়কমাত্রই জানেন। এমন এক অভূত পরিস্থিতিতে মন্ত্রীরা যেন নিজদের অস্তিত্ব নিয়েই এখন সন্দ্বিহন। নইলে আইজি প্রিজনের মতো একজন টিসিএস আধিকারিক দফতরের মন্ত্রীর কথা শুনছেন না এই কথা • এরপর দুইয়ের পাতায়

## দেহ ফেরত নিল পাকিস্তান

শ্রীনগর, ২ জানুয়ারি।। ভারতীয় সেনার গুলিতে নিহত অনুপ্রবেশকারীর দেহ ফেরত নিল পাক সেনা। ওই ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ রেখা পার করে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন বলে ভারতীয় সেনা সূত্রে খবর। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা রুখে দেয় বাহিনী। জম্মু-কাশ্মীরের সেনা সেক্টরে কু পওয়ারার ভারতীয় সেনার সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মারা যান ওই অনুপ্রবেশকারী। জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তে অনুপ্রবেশ রোধার বিশেষ সেনা বর্ডার আকশন দলের (ব্যাট) সদস্যরা শনিবার নিয়ন্ত্রণ রেখা লক্ষ্য করে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করেন। তাঁদের প্রচেষ্টাকে দ্রুত আটকে দেওয়া হয়। সেই অভিযানের সময় ব্যাটের সদস্য ওই ব্যক্তির • এরপর দুইয়ের পাতায়

## তামিলনাড়ুর কাছে হারলো ত্রিপুরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। সর্বত্রই যেন এক গোলক ধাঁধা। একদিকে খোদ মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ণব কুমার দেব বলছেন, কেউ দুর্নীতি ধরিয়ে দিতে পারলে রাজনীতি ছেড়ে দেবেন তিনি। অন্যদিকে তার সরকার প্রতিষ্ঠার পরই একেবারে তৃণমূল স্তরে দুর্নীতি ধরতে যার হাতে তুলে দেওয়া হয় সোশ্যাল অডিটের ব্যাটন, সেই নিয়োগেই হয়ে যায় দুর্নীতি। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের গাইডলাইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শুধুমাত্র সুনীল দেববর্মা নামক উপমুখ্যমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ এক আমলাকে চাকরি পাইয়ে দিতেই করা হয় যাবতীয় জরিজরি। দুর্নীতি কি বিষয় বস্তু এই সরকারের শুরুতেই একেবারে হাতে তুলে নিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন সরকার পরিচালকেরা। যদিও এ রাজ্যের ডবল ইঞ্জিনের সরকারের চোখের পটি খুলে দিয়ে তামিলনাড়ু সরকার সম্প্রতি দেখিয়ে দিয়েছে দুর্নীতি রোধে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশকে কিভাবে কার্যকর করতে হয়। যা এ রাজ্যের ডবল ইঞ্জিনের সরকার শুরুতেই দিল্লির নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে নিজের মতো করে লাও করেছে শুধুমাত্র দুর্নীতিকো প্রশ্রয় দিতেই। আর দিল্লির গাইডলাইন মোতাবেক এ রাজ্যেও সোশ্যাল অডিটের অধিকর্তা নিযুক্ত হলে এতদিনে পঞ্চায়েত স্তরে দুর্নীতির রাশ অনায়াসেই হাতে টেনে নেওয়া যেতো। যা বর্তমান সময়ে এক অলঙ্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশ মোতাবেক সোশ্যাল অডিটের অধিকর্তা হিসেবে যাই কোনও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিককে নিযুক্ত করতে • এরপর দুইয়ের পাতায়

# স্বাস্থ্য দফতরে মেগা কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে

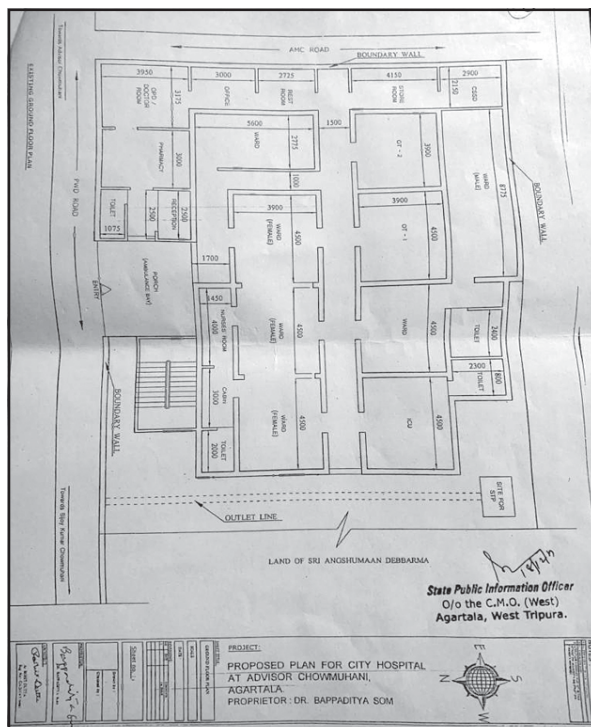
পুর নিগমকে অন্ধকারে রেখে চিকিৎসক বাগ্মাদিত্যের ভাঁওতাবাজি!

জড়িয়ে গেল পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতর!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা বিল্ডিং অ্যান্ডকন্সট্রাকশন রপল ২০১৯-এর বেশ কয়েকটি ধারা অমান্য করেও শুধুমাত্র শাসক দলের প্রভাব শহরের রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে একটি নার্সিং হোম। নামে হাসপাতাল হলেও, বেসরকারি ওই প্রতিষ্ঠানটিতে প্রধানত সংশ্লিষ্ট রোগীদের অপারেশন করা হয়। পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের দুই আধিকারিক মিলে প্রতিষ্ঠানটিকে গত সেপ্টেম্বর মাসের ২৪ তারিখ আইনি বৈধতা দিয়েছেন। কিন্তু কেলেঙ্কারির ঘটনা হলো, পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ে রাজ্যের দু’জন সরকারি ঘনিষ্ঠ ডাক্তার বেআইনি এবং মূল্যে কাগজপত্র জমা দিয়ে নার্সিং হোম খোলার অনুমতি পেয়ে গেলেন। আগরতলা পুর নিগম থেকে যে ‘বিল্ডিং ফিটনেস সার্টিফিকেট’ জমা করা হয়েছে সেটি অবৈধ। দ্বিতীয়ত, উক্ত প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম কর্ণধার

ডা. বাগ্মাদিত্য সোম ‘প্রপোজড প্লান ফর সিটি হসপিটাল’ বলে যে কাগজটি স্বাস্থ্য দফতরে জমা করেছেন, সেটিও চূড়ান্ত ভাঁওতাবাজির প্রমাণ বহন করে। আর এতে করে, রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের সুদীর্ঘ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে অন্যতম বড় ‘কেলেঙ্কারি’ প্রকাশ্যে এলো। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য সফরের ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে ‘প্রতিবাদী কলম’ পত্রিকা দফতরের কাছে এসে কেলেঙ্কারিটি সম্পর্কিত সমস্ত প্রমাণাদি জমা পড়েছে। রাজ্যের শাসক দল তথা বিজেপির কৃষ্ণনগরস্থিত সদর দফতর থেকে ৫০০ মিটার দূরে কেলেঙ্কারিটি ঘটেছে। কি সেই কেলেঙ্কারি? কেলেঙ্কারিটি বেআইনিভাবে একটি নার্সিং হোম খোলা নিয়ে। লক্ষ লক্ষ টাকার ঘুস’র বিনিময়ে কেলেঙ্কারিটি ঘটেছে বলে অভিযোগ। বিজেপির সদর দফতর থেকে ঢিল ছোড়া দুরূহে ‘সিটি হসপিটাল’ বলে একটি নার্সিং হোম

খুলেছে। নিজেদের সাইনবোর্ডে মাল্টিস্পেশালিটি সার্জিক্যাল সেন্টার বলে দাবি করা ওই নার্সিং হোমটি নামে ‘হসপিটাল’ হলেও আদতে বেআইনিভাবে প্রতিষ্ঠানটিকে নির্মাণ করার অভিযোগ ইতিমধ্যেই দিকে দিকে চাউর হয়ে গেছে। সবচেয়ে নিন্দনীয় অভিযোগ, নার্সিং হোমটির মোট দু’জন মালিক এবং দু’জন পার্টনার। মালিক দু’জন বিজেপির বর্তমান যে ডক্টরস সেল রয়েছে, তার অন্যতম প্রধান দুই নেতা। একজন বিজেপি ডক্টরস সেল-এর কো-কনভেনার ডা. কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য। অন্যজন একই ডক্টরস সেল-এর পশ্চিম জেলার কনভেনার তথা ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের সদস্য ডা. বাগ্মাদিত্য সোম। অন্য দু’জন সরকারি চিকিৎসক নিজেদের স্ত্রীর নামে উক্ত নার্সিং হোমটিতে বিনিয়োগ করেছেন। দু’জন পার্টনারের মধ্যে একজন ডা. সুজিত চাকমা এবং আরেকজন ডা. মাহাবুর রহমান



আগরতলা পুর নিগমের নাম করে নার্সিং হোম করার জন্য এই ভূমি প্রায়টি জমা করেছিলেন ডাক্তারবাবুরা।

বলে জানা গেছে। এই চারজন মিলে স্বাস্থ্য দফতরের কাছে সমস্ত কর্ণধার ডা. বাগ্মাদিত্য সোম এবং ত্রিপুরা ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট আইন ২০১৮ মোতাবেক প্রতিষ্ঠানটিকে ৬ মাসের জন্য প্রভিশনাল রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দিয়েছেন। পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পদাধিকারী বলে জেলার রেজিস্ট্রারিং অথরিটির চেয়ারপার্সন এবং একইভাবে জেলার রেজিস্ট্রারিং অথরিটির সদস্য হলেও জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক। যিনি জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক তিনি পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের স্টেট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসারও। এনারা দু’জন স্বাক্ষর করে গত ২৪ সেপ্টেম্বর একটি সংশ্লিষ্ট পত্রে ‘পপট জানিয়ে দিয়েছেন,

কৃষ্ণনগর অ্যাডভাইজার চৌমুহনিগিত ‘সিটি হসপিটাল’ের কর্ণধার ডা. বাগ্মাদিত্য সোম এবং ত্রিপুরা ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট আইন ২০১৮ মোতাবেক প্রতিষ্ঠানটিকে ৬ মাসের জন্য প্রভিশনাল রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে। আর এখানেই সমস্ত ঘটনা। শহরের উপর গত দু’দিন বছরে এমন বেশ কয়েকটি নার্সিং হোম, প্যাথলজি এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান মোটা অঙ্কের বিনিময়ে রেজিস্ট্রেশন পেয়ে গেছে। এখানে যে প্রতিষ্ঠানটিকে ঘিরে খবর, সেই সিটি হসপিটাল সরকারের যে আইনগুলো মানার ক্ষেত্রে বাধ্য ছিল, সেগুলো কিছুই মানেনি। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের বর্তমান আধিকারিকদের ফুঁসলিয়ে পাওয়ার পর থেকেই দেখা যায় যে, সিটি হাসপাতালটি নানাভাবে সরকারি গাইড লাইনকে অমান্য করেছে। আগরতলা পুর নিগমের

বিল্ডিং বাই-ন’কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। আগরতলা • এরপর দুইয়ের পাতায়



## সোজা সাপ্টা বড় চ্যালেঞ্জ

রাজ্যে আবারও করোনার ঞ্ফকুটি। ইতিমধ্যে করোনা নিয়ে রাজ্যকে সতর্ক করে চিঠি পাঠিয়েছে কেন্দ্রের স্বাস্থ্য মন্ত্রক। এক বড়দিনের ধাক্কাতেই রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত ৫ দিনে ৮১। এর মধ্যে শহরে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা। আস্তাবলে প্রধানমন্ত্রীর এই জনসভায় নিশ্চয় শাসক দলের টাগেটি লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশ করা। আপাতত এরায্যে কোন নির্বাচন নেই। ফলে করোনায় এই সময়ে শহরে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা করোনায় আত্নগন্তের সংখ্যা না রেকর্ড করে ফেলে। শুধু যে জনসভায় রেকর্ড ভিড় হওয়ার সম্ভাবনা তা নয়, গ্রাম-পাহাড় থেকে বাস-ট্রেনে করে যারা আসবে তাদের করোনাবিধি মানার কোন সুযোগ হয়তো থাকবে না। এক বাসে হয়তো ৫০ জনের সিটে আসবে একশো মানুষ। প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে আসছেন, রাজ্যের মানুষের সামনে বক্তব্য রাখবেন তা ভালো খবর। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সময়টা। এছাড়া আস্তাবল মাঠে সামাজিক দূরত্ব বা করোনাবিধি মানার আদৌ কোন সুযোগ থাকবে কি না সন্দেহ। কতজন মানুষ মাস্ক পরে জনসভায় আসবে তা নিয়েও সন্দেহ। এছাড়া এত বড় একটা জনসভার পর গোটা রাজ্যে দ্রুত করোনা বেড়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে মাঠে মানুষের উপস্থিতি কমানোর কথা বলা উচিত ছিল কিন্তু কে বলবে? আর প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় লোক কম হলে এনিয়ে অন্যরকম প্রচার হবে। তবে তারপরও আস্তাবলের জনসভা রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। এই জনসভার পর করোনা পরীক্ষার হার বাড়িয়ে করোনা আক্রান্ত বের করে দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে বড় ধরনের সমস্যা হতে পারে।

### ক্রিকেট দ্রুত শুরু করার দাবি উঠলো

● সাতের পাতার পর ক্রিকেট আর না হয় তাহলে এই বছর যাদের বয়স ১৬ শেষ হয়ে যাবে তাদের আর আগামী বছর অনুর্ধ্ব ১৬ দলে খেলা সম্ভব নয়। তাই এবার অনুর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটে যারা নজর কাড়বে তাদেরই আগামী বছরের জন্য কা্যেপে ডাকতে হবে। পাশাপাশি টিসিএ-র টি-২০ মহিলা ক্রিকেটে দল বাড়িয়ে কোন লাভ হয়নি। জীবনে ক্রিকেট খেলেনি তাদেরও মাঠে নামানো হয়েছে। এখানে টিসিএ-র উচিত নির্বাচিত ৪-৫টি দল নিয়ে মহিলাদের একদিনের ক্রিকেট করা। হাতে যেহেতু সময় আছে এবং মাঠগুলি খালি এছাড়া টিসিএ যে আপাতত ক্লাব ক্রিকেটে যাচ্ছে না তা তো বোঝাই যাচ্ছে। তাই সময় নষ্ট না করে অনুর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট এবং মেয়াদের একদিনের ক্রিকেট শুরু করা উচিত। ৭ জানুয়ারির পর ছোঁচা মাঠই খালি। এছাড়া অনুর্ধ্ব ১৫ রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট করতে হলে আগে সদর সহ মহকুমায় করতে হবে অনুর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট। অনুর্ধ্ব ১৬ জাতীয় ক্রিকেট বাতিল হওয়ার পর টিসিএ-র উচিত আগামী বছরের জন্য তৈরি হওয়া।

### বৈঠক হয়নি পর্যদ চেয়ারম্যানের

● সাতের পাতার পর জীড়ামন্ত্রী এসব কিছুতে দ্রুত নজর দেবেন এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ তো দূরের কথা, বর্তমান জীড়ামন্ত্রী তথা ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যানেরও নাকি সময় হয়নি স্ফাশিচি ক্রীড়া সংস্থাগুলির কথা শোনার। ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং সচিবের যদি একদিনও সময় না হয় রাজ্যের সবকয়টি ক্রীড়া সংস্থাকে নিয়ে বসার তাহলে বলতেই হবে দুর্ভাগ্য রাজ্যের। এদিকে, রাজ্যের স্ফাশিচি ক্রীড়া সংস্থাগুলিও এখন সরকারি অনুদান বা সরকারি সাহায্যের আশা ছেড়ে খেলোয়াড়দের কাঁধে যেমন আর্থিক বোঝা চাপাচ্ছে তেমনি বিভিন্ন রাজ্য আসরের আগে জেলা আসর বা মহকুমা আসর কার্যতও প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। এখন মহকুমা বা জেলায় কোন আসর বা প্রতিযোগিতা হচ্ছে না। এখন সরাসরি জেলা দল গঠন করে রাজ্য আসর। এতে করে মহকুমার খেলোয়াড়রা কোন কোন প্রতিভা এতে উঠে আসছে না। ক্রীড়া মহলের প্রশ্ন, ৪৫ মাস তো হলো কিন্তু ক্রীড়া নীতি নিয়ে রাজ্য সরকারের শেষ সিদ্ধান্ত কি তা কবে জানা যাবে? রাজ্যের ক্রীড়া সংস্থাগুলির অভাব-অভিযোগগুলি শোনার কি আদৌ সময় হবে ক্রীড়ামন্ত্রী তথা ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যানের?

### অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে জয়ী এনএসআরসিসি চাম্পামুড়া, জিবি

● সাতের পাতার পর করতে নেমে বিশাল শীল-র (৯৩) সৌজন্যে চাম্পামুড়া ৪০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৯৫ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ক্রিকেট অনুরাগী ৪০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪৪ রানে থেমে যায়। সর্বোচ্চ ৬১ রান করে অয়ন বরা। চাম্পামুড়ার হয়ে ৪টি উইকেট তুলে নেয় রাহুল দেবনাথ। এছাড়া নিপকো মাঠে অনুলিষ্ঠ ম্যাচে জিত্তি ৩৪ রানে হারিয়েছেন মর্ডান সিএ-কে। ইমন পালের ৯২ রানের সৌজন্যে ৩০.২ ওভারে ১৬০ রান করে জিবি। জবাবে ৩৩ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৬ রানে থেমে যায় মর্ডান-র ইনিংস। সর্বোচ্চ ৩৮ রান করে দীপ দে।

### ৫ জানুয়ারি থেকে মহিলা লিগ শুরু

● সাতের পাতার পর পরবর্তী সময় মহিলা লিগের ম্যাচগুলি স্থানান্তরিত হবে এডিনগর পুলিশ মাঠে। এদিকে, মহিলা লিগের উদ্বেোধনী ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন সমাজসেবী নীতি দেব।

### বিপাকে মৃত পুলিশকর্মীর পরিবার

● পাঁচের পাতার পর বা কোনও গ্রাউন্ডে দেওয়া হচ্ছে না তা লিখিত আকারে জানিয়ে দেওয়ার জন্য। যাতে ঐ শংসাপত্র পেতে আদালতের দারস্থ হতে পারে। তাও প্রায় এক মাস অতিক্রমের পথে, মিলেনি কোন উত্তর। এই অবস্থায় না খেয়ে মরার উপক্রম হয়েছে চাকরিতর ভদ্রস্বায় মৃত এক পুলিশকর্মীর বিধবা স্ত্রী ও নারালিগে কনাসন্তানদের। একদিকে এরা যেমন কোনও আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে না, অন্যদিকে ডাই-ইন-হারনেস প্রকল্পে চাকরির আবেদনও করতে পারছে না। এদিকে সরকারি নিয়ম হল, এই প্রকল্পে চাকরির আবেদন করতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে। অন্যথায় সেই আবেদন গৃহীত হবে না। সেই এক বছর পূর্ণ হতে বাকি আর মাত্র আড়াই মাসের কিছু বেশি। এমনতাবস্থায় বিধবা গুপ্তদেবী তার ফরিদাদ নিয়ে খুব শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রীর দারস্থ হবেন বলে জানা গেছে।

### স্বাস্থ্য দফতরে মেগা কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে

● প্রথম পাতার পর পুর নিগমকে অন্ধকারে রেখে সিটি হসপিটাল গড়ে তোলার জন্য একটি প্ল্যান স্বাস্থ্য দফতরে জমা দিয়ে দেন ড. বাগ্নাদিতা সোম। খালিপাকির চূড়ান্তটা এই প্লানেই রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, আগরতলা পুর নিগমকে জমা না দেওয়া একটি প্ল্যান— তাতে স্বাক্ষর করেন পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ক্যালনের স্টেট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার। গত ডিসেম্বরের ২১ তারিখ তিনি সেই প্ল্যানটিতে স্বাক্ষর করেছেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, ইঞ্জিনিয়ার গুন্ডজিৎ চৌধুরী একটি বিল্ডিং ফিটনেস সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করেন গত মে মাসের ১০ তারিখ। সেই কাগজটিও নিজেদের রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার জন্য পশ্চিম জেলার পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ে জমা করেন বাগ্নাদিতাবাবুরা। সেই কাগজটিও সিটি হসপিটাল বিষয়ক যে নিয়মাবলী, তাকে উলঙ্ঘন করে। ত্রিপুরা ক্রিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট অ্যান্ড (এনেম্চার-২) একটি নার্সিং হোম বা হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য যে নিয়মাবলী দাবি করে, ‘সিটি হসপিটাল’ তার অনেক কিছুই মানেনি। ত্রিপুরা বিল্ডিং অ্যামেন্‌স্ম্যাটি ক্লব ২০১৯ কে অমান্য করে কুফলগরে হাসপাতালটি গড়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, যে লেখাউট স্বাস্থ্য দফতরে জমা করেছে বাগ্নাদিতাবাবুরা, তার সঙ্গে বাস্তবের অধিকাংশ জায়গায় কোনও মিল নেই। অপারেশন থিয়েটার করার জন্য যেটুকু ‘মিনিমাম স্পেস’ দরকার একটি নার্সিং হোম করতে, তাও কুফলগরের ওড প্রতিষ্ঠানটিতে নেই। কিন্তু অপারেশন করার জন্যই মূলত সেটি করা হয়েছে। স্ববাবতই প্রশ্ন উঠছে, কিভাবে প্রতিষ্ঠানটি রেজিস্ট্রেশন পেয়ে গেলে প্রতিষ্ঠানটি? অর্থ? নাকি শাসক দলের ক্ষমতা? নাকি পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে ভুল বুঝিয়েছেন উনার দফতরের এক-দু’জন অধিকারিক? এই বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত খবর প্রকাশ করারবে প্রতিবাদী কলম। দেখার, কিভাবে কেলেঙ্কারিটি ঘটল, তা আদৌ প্রকাশ্যে আসে কি না।

### তামিলনাড়ুর কাছে হারলো ত্রিপুরা

● প্রথম পাতার পর হয় তাহলে অবশ্যই বিগত পাঁচ বছর সেই আধিকারিক কোনও সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না এমন ব্যক্তিকেই বেছে নিতে হবে। এতে করে সরকারি কোনও দফতরের প্রতি কিংবা প্রশাসনের প্রতি ওই ব্যক্তির দুর্বলতা কোথাও প্রকাশ পাবে না। সেই হিসেবে কেন্দ্রীয় গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছিলো। কিন্তু এ রাজ্যে কোম্পাল অডিটের অধিকর্তা নিযুক্ত করতে গিয়ে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এই ধারাটিকেই মুছে ফেলে দেয়। কারণ, তারা আগেই ঠিক করে রেখেছিলো কোম্পাল অডিটের অধিকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হবে উপমুখ্যমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ অবসরপ্রাপ্ত টিসিএস আধিকারিক সুনীল দেববর্মাকে। যিনি মাত্র এক বছরেরও কম সময়ের আগে সরকারি দফতর থেকে অবসর নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দফতরের গাইডলাইন অনুযায়ী এই পদে সুনীলবাবুকে আবেদন করতে হলে আরও চার বছর অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তা মানতে রাজি নয় রাজ্য সরকার। ফলে একই দফের চালিত কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইনকেও তারা ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি। সুনীলবাবুকে তারা নিযুক্তি দিয়ে দেন সম্পূর্ণ গায়ের জোরে। অথচ তামিলনাড়ু সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে অল্পক্ষণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে ভুল বুঝিয়েছেন উনার দফতরের অধিকর্তা নিযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে সমস্ত শর্তই তারা যথাযথভাবে পালন করেছে। আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বগল বাজিয়ে ঘোষণা করছেন, যদি কেউ দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারে তাহলে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ সংশ্লিষ্ট মানুষেরা বলছেন, সর্বের মধ্যেই যেখানে ভূত সেখানে ভূত তাড়ানোর ওষুধ পাওয়া যাবে কোথায়? অর্থাৎ যিনি দুর্নীতির তদন্ত করবেন, পঞ্চায়েত স্তরে দুর্নীতি খুঁজে কোম্পাল অডিটের অধিকর্তা নিযুক্ত করার কথা বলা আশ্রয় নিয়ে তাহলে দুর্নীতি আর খুঁজে পাওয়া যাবে কোথায়? সবই যে স্বচ্ছতার প্রলেপ দিয়ে ঢেকে ফেলা যাবে। আর মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন দুর্নীতি প্রমাণিত হলে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন!

### এগিয়ে চল

● সাতের পাতার পর মধ্যে। পরবর্তী সময় কি হবে তা বলা যায় না। তবে প্রথম দর্শনে এই দুই ফুটবলার বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। ম্যাচের ১২ মিনিটে এগিয়ে যায় এগিয়ে চল সংঘ। অ্যারিস্টাইড এবং দেবাশিস-র যুগলবন্দী তাদের এগিয়ে দেয়। গোলেটি করে দেবাশিস। ২৮ মিনিটে আলসেনে লালবাহাদুর-কে সমতায় নিয়ে আসে। এই গোলেটি ছাড়া গোটা ম্যাচে আর খুঁজেই পাওয়া গেলো না এই বিদেশি ফুটবলারকে। ৩৪ মিনিটে ফের এগিয়ে যায় এগিয়ে চল সংঘ। গোলেটি করে সনম লেপচা। প্রথমার্ধে ২-১ গোলে এগিয়ে থাকা এগিয়ে চল সংঘ দ্বিতীয়ার্ধে শুরুর দিকে কিছুটা গুটিয়েছিল। এই সুযোগে গোলের জন্য ঝাঁপায় লালবাহাদুর। শুরুতেই তাদের ভিনারাজের ডিফেন্ডার সুবন সূত্রধর প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে গোলার মতো শটে লালবাহাদুর-কে সমতায় নিয়ে আসে। ৬টি গোলের মধ্যে এটিই ম্যাচের সেরা। প্রথমার্ধের তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচ কিছুটা ছন্দময় হয়েছে। ২-২ হওয়ার পর এগিয়ে চল সংঘ-র বিদেশি অ্যারিস্টাইড একক দক্ষতায় বেশ কয়েকবার আক্রমণ পড়ে তুলে। ৩৭ মিনিটে প্রায় মাঝমাঠ থেকে বল টেনে নিয়ে গিয়ে প্রতিপক্ষের দুই ডিফেন্ডারকে পরাস্ত করে বক্সে পৌঁছে যায়। কিন্তু শটটি সেরকম শীশালী ছিল না। তার পরও লালবাহাদুরের গোলকিপার সুমন দে-র ভুলে গোল পেয়ে যায় অ্যারিস্টাইড। একক দক্ষতায় যেভাবে বলটি টেনে নিয়ে গিয়েছে অ্যারিস্টাইড সেটা প্রশংসনীয়। তবে সুমনের এই গোল হরমম করা গোটা মাঠকে স্তম্ভিত করেছে। এই গোলেটির পর হতাশ হয়ে পড়ে লালবাহাদুর। ফলে ৪২ মিনিটে এগিয়ে চল সংঘের হয়ে আরও একটি গোল করে দেবাশিস রাই। শেষ পর্যন্ত ৪-২ গোলে ম্যাচ জিতে নেয় তারা। রেকর্ডার সত্যজিৎ দেবরায় লালবাহাদুরের আলাসেন-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন। চড়া মেজাজের ম্যাচকে সুন্দর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছেন সত্যজিৎ।

### মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর বন্দরের নতুন সমষ্টিত টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করবেন। এরপর আগরতলা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে উপস্থিত হয়ে মিশন ১০০ বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় ও মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা প্রকল্প দুটির শুচনা করবেন। তাছাড়াও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন এমন বেশকিছু সুবিধাভোগীর সাথে প্রথমমন্ত্রী মত বিনিময় করবেন। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধামন্ত্রীর আসন্ন সফরকে সফল করার লক্ষ্যে প্রতিটি দফতরকে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ ময়াদানে জনসাধারণ প্রশ্নে করার ক্ষেত্রে সবাইকে মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য দফতরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ময়াদানেও বিভিন্ন স্থানে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত রাখতে হবে। মাঠে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখা খরচ ভালো সাখ্যক স্বেচ্ছাসেবক রাখার উপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, দূর দূরান্ত থেকে যে সমস্ত জনসাধারণ ট্রেনে আসবেন তাদেরকে স্টেশন থেকে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছানোর জন্য পরিবহণ দফতরের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন মহকুমা থেকে যে সমস্ত গাড়ি আসবে সেগুলোর পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা রাখার জন্যও পরিবহণ দফতরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া স্বামী বিবেকানন্দ ময়াদানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিল্প, সাহিত্য, ক্রীড়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যুক্ত বিশিষ্টদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ বিনিবেকানন্দ ময়াদানের প্রথমমন্ত্রী অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে মুখ্যসচিব কুমার অলক সহ প্রশাসনের নীযস্তরের অধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

### চাম্পামুড়ার চোখের মণি এখন আনন্দ

● সাতের পাতার পর চাম্পামুড়ার মতো একটি অখ্যাত কোচিং সেন্টারকে রাতারাতি বিখ্যাত করে তুলেছে আনন্দ। তার সাফল্যে উদ্ভুদ্ধ হয়ে চাম্পামুড়াতে আজ প্রায় ৬০ জন ক্রিকেটার নিয়মিত প্রশিক্ষণ নেয়। এখানেই থেমে থাকতে চায় না এমবিবি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র আনন্দ। তার স্পষ্ট কথা—মাইলস টু গো। অর্থাৎ আরও অনেক দূর যেতে হবে।

### ১.৩ লক্ষ কোটি টাকার নিচে

● ছয়ের পাতার পর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে কর ফাঁকি-বিরোধী কার্যক্রম, বিশেষ করে জাল বিল প্রস্তুতকারকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ বাড়ায় জিএসটি সংগ্রহ বেড়েছে। সেইসঙ্গে অবদান রয়েছে, শুষ্ক কাঠামো সংশোধনের জন্য জিএসটি কাউন্সিলের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের হারের বৌদ্ধিজের কারণে পদক্ষেপের।

### চপার দুর্ঘটনার তদন্ত শেষ পর্যায়ে

● ছয়ের পাতার পর জমা দেওয়া হবে বলেও সূত্র মারফত জানা গেছে। তামিলনাড়ুর কুম্ভর অঞ্চলে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার করলে পড়ে। এই ঘটনার সিডিএস বিপিন রাওযাত, তাঁর স্ত্রী মৃণালিকা সহ ১৩ জন সেনা কর্মী ও আধিকারিকের মৃত্যু হয়। চপারে থাকা কোনও যাত্রী বেঁচে ফিরতে পারেনি। বিপিন রাওয়াত ওয়েলিটনে ডিফেন্স স্টাফ সার্ভিসেস কলেজে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ই দুর্ঘটনার করলে পড়ে বিমানটি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, তাঁরা চপারটিকে উড়তে দেখেছিলেন। কিন্তু আচমকাই ইঞ্জিনের আগুয়াজের পরিবর্তন লক্ষ্য করেন তারা। তারপরই দেখেন চপারে আগুন লেগে গেছে। নিমেষের মধ্যে সেটি জ্বলতে জ্বলতে মাটিতে এসে পড়েন।

### গণধোলাই নাগরিকদের

● আটের পাতার পর তাদের পরিবারকে ফোনে ঘটনাটি জানান। তারা মাঝরাস্তায় অটো থেকে নেমে পড়ে। অভিযুক্ত ছেলটিও তাদের পেছনে ধাওয়া করতে থাকে। বিলোনিয়া বনকর এলাকায় আসার পর ছাত্রীর দুই সহপাঠী ঘটনাটি স্থানীয়দের জানান। এলাকার লোকজন জড়ো হয়ে গুন্ডজিৎ শীলকে আটক করেন এবং গণপিটুনি দেয়। অভিযুক্তকে পরবর্তী সময় বিলোনিয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিকে, অভিযুক্ত যুবক তার বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগকে অস্বীকার করে। জানা গেছে, ওই যুবকের বাড়ি সাক্রম ঠাকুরপাঠী এলাকায়।

### বৃদ্ধাস্ত্রুষ্ঠ দেখালেন আইজি প্রিজন

● প্রথম পাতার পর কে কোন্ কালে শুনেছে। বরং আইজি প্রিজন পদে বরাবরই বসেছেন কোনও সিনিয়র আইএসএস আধিকারিক। বড়জের তিনি নমিনেটেড আইএএস ছিলেন। তারা দুর্বল মন্ত্রী পেলেনও দফতরে ছড়ি ঘুরিয়েছেন সতি, কিন্তু মন্ত্রীর আদেশ কখনও অমান্য করেননি। কিন্তু এবার সবল মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও আর আইজি প্রিজন পদে টিসিএস আধিকারিক দায়িত্বে থাকার পরেও মন্ত্রী কার্যত যেন হালে পানি পাচ্ছেন না। বর্তমান সরকারের আমলেই কারা দফতরে সৃষ্টি ওএসডি’র পদ আর এই পদে এনে বসানো হয় বহু কীর্তিতে কীর্তিমান পিটু দাসকে। কারা দফতরের ওএসডি পদে বসেই তিনি নিজেকে আইজি প্রিজন হিসেবে ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন এবং কারা দফতরকে নিজের জায়গির বলে ধরে নিয়েছেন। বিষয়টি এতদিন চাপা পড়ে থাকলেও দফতরের মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল গোটা বিষয় জানার পর পিটু দাসের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছেন গত ২ ডিসেম্বর। কিন্তু ২ জানুয়ারি পর হয়ে গেলেও সেই নির্দেশ এখনও কার্যকর হয়নি। জানা গেছে, মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল জানতে পেরেছেন গত বছরের ২৭ অক্টোবর রাত নয়টা নাগাদ ওএসডি পিটু দাস বিশালগড়ের কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়েছিলেন একা। কারাগারে নিরাপত্তা রক্ষীদেরকে তল্লাশির কোনও সুযোগ না দিয়েই দফতরের ওএসডি’র কার্ড দেখিয়ে তিনি সোজা ভেতরে চলে যান। যেখানে আসামিরা থাকে। যাওয়ার সময় তিনি মোবাইলও রেখে যাননি। এমনকী ডিভিউস বুকে সহিও করেননি। আসামিদের কাছে গিয়েই পকেট থেকে কিছু একটা বের করে তিনি কোনও একজন আসামির হাতে দিয়েছেন বলে খবর এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বেরিয়ে যান। এর কিছুদিন পরই জেলের ভেতরে তিনটি সক্রিয় সিম কার্ড সহ একটি মোবাইল পাওয়া যায়। এমনকী কাছাকাছি সময়ে আসামি পালানোর ঘটনাও ঘটে যায়। জেলের ভেতরে তিনটি সক্রিয় সিম সহ মোবাইল কোথা থেকে এলো? কে পৌঁছে দিয়েছে এই মোবাইল এবং সিম কার্ড? কারা এই মোবাইল কথা বলছেন? তিনটি সিম কার্ডেরই বা রহস্য কোথায়? ওএসডি পিটু দাসই বা কেন সমস্তরকম তল্লাশি এড়িয়ে জেলের ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন, যা সি সি ডিভিতে প্রমাণিত। প্রশ্ন উঠছেই, এছাড়া ওএসডি কেন, কোনও অধিকারিকই জেল সুপারের অনুমতি ছাড়া জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেন না। হয় আইজি প্রিজন অনুমতি দিতে পারেন অথবা জেল সুপার। কিন্তু পিটু দাস সেদিন রাত নয়টায় যখন কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে প্রবেশ করেছিলেন তখন তার কাছে কারো অনুমতিই ছিলো না। পিটু দাসের এই অনধিকার প্রবেশের প্রায় একবছর সময় অতিক্রান্ত। এর মাঝে বহু ঘটনা, দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে প্রভুরামপুরে। কিন্তু কোনও ঘটনার পরই তদন্ত করে এর উৎস খোঁজার ইচ্ছা ছিলো না আইজি প্রিজন দিগন্তে মজুমদারের। যে কারণে তদন্তও আর হয়নি। রহস্যও আর উন্মোচিত হয়নি। অভিযোগ, ওএসডি পদে বসেই পিটু দাস নিজের এজেন্ডাকে বাস্তবায়িত করতে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিলেন। এমনকী দফতরের বিরুদ্ধেই তিনি যড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলে অভিযোগ প্রমাণিত। এরপরই বিষয়টি খোলসা হয়ে যায় মন্ত্রী রামপ্রসাদ পালের কাছে। তথ্যপ্রমাণ সহ গোটা বিষয়টি জানার পর কারা দফতরে ওএসডি পিটু দাসের বিরুদ্ধে কার্যক্রম আরও তীব্র করে নির্দেশ দেন মন্ত্রী। গত ২ ডিসেম্বর মন্ত্রী নির্দেশ দিলেও কেটে গেছে এক মাস। এর মাঝেই পিটু দাসকে বাঁচাতে আইজি প্রিজন আদা-জল খেয়ে মাঠে নেমেছেন বলেও খবর। তিনি নাকি পিটু দাসকে কথা দিয়েছেন, যে করেই হোক তিনি তার ওএসডিকে এ ব্যতায় মামলা মোকদ্দমা থেকে বাঁচাবেন। যে কারণে মন্ত্রী নির্দেশ দেওয়ার পরও আইজি প্রিজন এফআইআর না করে ফাইলটি চাপা দিয়ে রেখেছেন। নির্দেশ দেওয়ার পরও বিষয়টি ভুলে গিয়েছেন। যে কারণে মামলা করার নির্দেশের পরবর্তী গতি প্রকৃতি নিয়ে তিনি আর খোঁজখবর রাখেননি। এদিকে, আইজি প্রিজন অদিতি মজুমদার নাকি ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন, তিনি পিটু দাসের বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর করেনে না। তিনি নাকি এখানে কোনও কেলেঙ্কারির আঁচ পাননি, এমনকী পিটু দাস দফতরের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করেছেন বলেও তিনি মনে করেন না। এ কারণে ফাইলটি তিনি চাপা দিয়ে রেখেছেন। নির্দেশ দেওয়ার এক মাস পরেও কোনও ব্যবস্থা না হওয়ায় মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল কোনও বিকল্প ব্যবস্থা করবেন কিনা নাকি আমলারা যে তার নির্দেশ মানেন না সেটা স্বীকা করে নিয়েই চূচাপ বসে থাকবেন তা এখন লক্ষ কোটির প্রশ্ন।

### ঘনিষ্ঠ বিজেপির এক নেতার

● প্রথম পাতার পর পর্যায়ে তাকে মুখ্যমন্ত্রীও ভাবা হচ্ছে আরএসএস’র সঙ্গে নিবিড় সংযোগ এবং প্রশিক্ষণের সব পর্যা় সম্পূর্ণ করে আসার কারণে, সেই নেতা রাষ্ট্রীয় সম্পদকে নিজের সম্পদ ভেবে বসেছেন অথচ প্রশাপন তার কোনও দায়িত্ব পালন করছে না, যা এই রাজ্যের ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিধায়কদের জন্য তৈরি সরকারি বাড়িতে যে থাকার কথা? শিশুসেই বিধায়কদের। ত্রিপুরা হলে তা নাই হতে পারে, এমনকী আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেই বৈদখল হওয়া শুরু হতে পারে। হচ্ছেও। “সবকা-সাখ-সবকা-বিকাশ-সবকা-বিশ্বাস” প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসছেন আগরতলায় মঙ্গলবারে, মানে আর একদিন এলো। রবিবারে “বিকাশ ও বিশ্বাস” এক নিদারুণ ছবি পাওয়া গেল রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা থেকে। যে এলাকা রাজ্যের স্রমরোধী তৈরি হয়, যেখান থেকে তা পরিচালিত হয়, কাপিটাল কমপ্লেক্স, এই কমপ্লেক্সই বিধায়কদের নতুন আবাস তৈরি হয়েছে। এখনও অল্পস্বল্প কিছু কাজ শেষ করার কাজ চলছে। তারই মাঝে শাসক দলের নেতার “বিকাশ” হচ্ছে আর যাদের টাকায় এই ভবন, সেই সাধারণ মানুষের “বিশ্বাস” উন্মোচা দোড়াচ্ছে। এই এলাকায় প্রতিদিন মন্ত্রী, সবচেয়ে উচ্চস্তরের আমলাদের যাওয়া-আসা। এই এলাকাতেই রাজাপাল থাকেন, আন্ত একটি থানা আছে। এই এলাকাতেই মুখ্যমন্ত্রীর নিজে সন্ধ্যার পর হাঁটতে হাঁটতে ধরেনেই মদ্যপদের। সেখানেই বিধায়কদের জন্য নতুন বানানো হোস্টেল কোটি কোটি টাকা খরচে মাথা তুলে পাঁড়িয়েছে, সেখানে ঢুকে পড়ছেন এক বিজেপি নেতা, তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন। আসল বাড়ি বলাতে কত খরচ, তা বাদই দেওয়া গেল, শুধু এই আবাসের জন্য হাউসহোলন লাইন ও ডিস্ট্রিবিউশন বাবুদ খরচাও নয়া, টেভার ডাকা হয়েছিল, সেখানে কাজের দাম ধরা হয়েছিল, ১.১৯ কোটি টাকার বেশি। মুখ্যমন্ত্রী কাজ চলার সময়ে ঘুরে দেখে এসেছিলেন। সেই বাড়ি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়নি, তবে বৈখল্য পর্ব শুরু হয়ে গেছে। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক কিশোর বর্মণ সেই ভবনে থাকতে শুরু করেছেন, তিনি বিধায়ক নন, বিধায়ক আবাসে দায়িত্বে থাকা চৌকিদার বা অন্যকোনও সরকারি কর্মচারীও না। শাসক বিজেপি’র নেতা, এই পরিচয় বাদ দিলে “আম জন্তা”’র একজন। বিজেপির নেতা হিসাবে বিধায়ক আবাসে তাকে ঘর দেওয়ার কোনও নিয়ম নেই, “আম জন্তা”’র জন্য এই বাড়ি নয়া। ফকিরার’র বিধায়ক শুধাং দাসও আছেন এই বাড়িতে। বাড়িটিতে বিধায়কদের থাকার জায়গা ছাড়াও একটি ট্রানজিট রুক আছে। সেখানে নির্দিষ্ট নিয়মে সামান্য সময়ের জন্য যাওয়া-আসার মাঝে এখানে থাকা যাবে, পাশ্চালাার মতই প্রায়। তবে সেটা হোস্টেল নয়, সবার জন্যও নয়। সেখানে স্থায়ীভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসার কথা নাই কারো। কিশোর বর্মণ পশ্চিমবঙ্গ থেকে ত্রিপুরায় এসেছেন বেশি দিন হয়নি। তিনি সন্জের লোক। পশ্চিমবঙ্গে থাকার সময়ে সাংগঠনিকভাবে বেশ ক্ষমতা ছিল তার। রাজ্যে এসে ফাঁপড়ে পড়ছেন। সাধারণ সম্পাদক বানিয়ে রাখা হয়েছে, তবে বিশেষ দলীয় দায়িত্ব না পাওয়ায়,তিনি রাজ্যের বাইরে উপরওয়ালাদেরও জানিয়েছেন বলে সূত্র মারফত জানা গেছে। তিনি নাকি প্রয়োজনে ত্রিপুরা ছাড়তে পারেন বলে শোনা গেছে। এমন বর্মণবাবুই বিধায়ক আবাসে ঘাঁটি গেড়েছেন। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়নি,কাজও পুরো শেষ নয়, তার মধ্যেই এক বিধায়ক ও বিজেপি নেতা ঢুকে পড়ছেন। উঠতে দিল, এই প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন থাকছে কিশোর বর্মণ কোন্ নিয়মের ফলে এখানে বন্দোবস্ত পেয়েছেন। জবাব কেউ বলতে পারেন না সরকারি বাড়িতে থেকে দলের কাজ। বর্মণ সোনামুড়া মহকুমার হলেও, আগরতলায় তার টিকানা এই আবাসিক ভবন। , তিনি যে থাকছেন, তাতে কীরকম ভাড়া তার থেকে আদায় করা হচ্ছে। যদি আদায় না করা হয়, তবে সরকারের লোকসান কত, কারা তাকে থাকতে দিয়েছেন, এসব প্রশ্ন নিয়ে আরটিআই আবেদন জমা পড়তে পারে বলে একই সূত্র দাবি করেছে। আবেদনের জবাব দেখে হতে পারে জনস্বার্থ মামলাও। একজন প্রশ্ন তুলেছেন, ভাড়া থাকেন এমন যদি কেউ মনে করেন যে মানুষের বাড়িতে ভাড়া না থেকে এই বিধায়ক আবাসে ভাড়া থাকবেন, তাহলে দেওয়া হবে কিনা ঘর। যদি তেমন একজনকে দেওয়া না হয়, আবার কিশোর বর্মণকে দেওয়া হচ্ছে, তাতে সবকা-বিকাশ-সবকা-বিশ্বাস হচ্ছে কোথায়। বিধায়ক আবাসে বৈখারকারি এমন লোককে থাকতে দিলে সেখানে বিধায়কদের নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়বে। এইরকম একোকা বিধায়ক না হয়েও কোটি কোটি টাকার বাড়িতে থাকার নামে কাপিটাল কমপ্লেক্স’র মত হাই সিকিউরিটি জোনে নিজের ঘাঁটি চাଲিয়ে যেতে পারেন। সব সরকারি কর্মচারী থাকার জন্য সরকারি জায়গা না পেলেও, এক বিধায়ককে নামে গান্ধীযাত্রের কোয়ার্টার কমপ্লেক্সে ঘর নিয়ে থাকতেন, গল্প করতে আসতেন এক যুব নেতা। আবার আগরতলায় পুর সংস্কার জায়গায় থাকেন সাংসদ। তাকে কোয়ার্টার দেবার কথা কেন্দ্র সরকারের। তিনি পুর সংস্কার জায়গা দখল করে আনেন। সবে শুরু বৈখল্যদারি! নতুন বিধায়ক ভবনে বিধায়ক ছাড়া অন্যদের “বিকাশ” হতে থাকলে “সবকা বিশ্বাস” থাকবে না।

### মৃত্যু দু’জনের

● আটের পাতার পর ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে কুমারঘাট এলাকায়। ময়নাতদন্তের পর মৃত ব্যক্তির দেহটি নেওয়া হয় কুমারঘাটে। এদিকে এয়ারপোর্ট থানার নারায়ণপুর এলাকায় স্টোভে কেরোসিন ঢালতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে পিংকি পাল (৩৫) নামে এক গৃহবধূর। গৃহ বধূর ভাই জ্বরিয়েছেন, সকালে স্টোভের মধ্যে রান্না করছিল পিংকি। স্টোভে কেরোসিন শেষ হয়ে গিয়েছিল। স্টোভ জ্বালানো অবস্থায় কেরোসিন ঢালতে গিয়ে আগুন লেগে যায় তার কাপড়ে। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পিংকিকে তার স্বামী উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন পিংকি। মারা যাওয়ার আগে পিংকিও একই কথা বলেছিলেন। ঘরের মধ্যে মৃত গৃহবধূর একটি পাঁচ বছরের সন্তানও ছিল। তবে আগুনে বাড়ির অন্য কেউ আহত হননি।

### জখম ও

● আটের পাতার পর - পাহাড় অবধি এলাকায় যান দুর্ঘটনার পরিমাণ মারাত্মক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই এক দিন পর পরই ঘটছে দুর্ঘটনা। অকালে বরষে প্রাণ। প্রশাসন এই দুর্ঘটনা রুদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে এমনটা চাইছে সাধারণ মানুষ।

### হোয়াটসঅ্যাপ

● তিনের পাতার পর পক্ষক্ষেপগুলি সম্পর্কে বিশদে বলা হয়ে ছেছে।’’ ফেসবুক-এর মালিকানারীণ সংস্থাটি আগেই জানিয়েছিল, ৯৫ শতাংশেরও বেশি নিষেধাজ্ঞাগুলি স্বয়ংক্রিয় বা বাস্ক মেসেজিং (স্প্যাম) এর অননুমোদিত ব্যবহারের কারণে করা হবে।

### পাকিস্তান

● প্রথম পাতার পর দেহ উদ্ধার করে ভারতীয় সেনা। তাঁর দেহের কাছ থেকে একটি একে ৪৭ রাইফেল, বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং গ্যানেড উদ্ধার হয়েছে। এছাড়া একটি পাক নাগরিকদের কাছও স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া দুটি বেলোনা টিকা নেওয়ার শংসাপত্র উদ্ধার হয়েছে। ওই শংসাপত্রের ছবিতে দেখা যাচ্ছে অতুপ্রবেশকারী হাতিতে পোশাক পরে রান্নাছেন। এর পর ওই ব্যক্তির দেহ ফেলত নেওয়ার জন্য পাকবাহিনীকে জানায় ভারতীয় সেনা। পাকিস্তান দেহটি ফেরত নিয়েছে।

### মূল্যের সিরিঞ্জ

● প্রথম পাতার পর মনুঘাট, রতনমণি, বেতাগা, হার্বাডলি, রানিরবাজার, লুধুয়া, সাক্রম নগর পঞ্চায়েতের এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকা এখন নেশা সাহাজ্যের অঙ্গ। এখন আর গাঁজা কিংবা ফেল্পিডল নয়, এখন নতুন ট্রেন্ড হিসেবে যুবকেরা ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা গ্রহণকে বেছে নিয়েছে। ফলে, এখানে সিরিঞ্জ দিয়ে বেশ কয়েকজন নেশা গ্রহণকারী মধ্যমে নেশা গ্রহণে এইচআইভি এবং হেপাটাইটিস সি সংক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা গ্রহণ এবং এইচআইভি সংক্রমণ নিয়ে আগরতলায় তাঁর আশঙ্কার কথা জানিয়ে ছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, স্কুল এবং কলেজের ছাত্ররা কিভাবে নেশায় বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে আর এইআইভি আক্রান্ত হচ্ছে। এতদিন সার্কম, মনুঘাট নেশার কবল থেকে খানিকটা দূরে থাকলেও গত কয়েক মাসে গোটা এলাকা ছেয়ে গিয়েছে। শিরাগ্রন্থে মাদক গ্রহণকারীদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে। যা নতুন আতঙ্ক হিসেবে দেখা দিয়েছে। অভিভাবক ছাড়াও স্থানীয় বিভিন্ন ক্লাব, পঞ্চায়েত সর্বোপরি প্রতিটি পরিবার যদি তাদের সন্তানদের প্রতি নজর এবং যত্ন না নেওয়া হয় তাহলে এই ছেলেরা আগামীমধ্যে নেশার কবলে পড়বে। আর হেয়ারান কিংবা ব্রাউন সুগার নেওয়ার ফলে যে ধরনের নেশার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় সেই আত্নহই এখন গোটা মহকুমাকে তাড়িয়ে রেবড়াচ্ছে। জানা গেছে, সাক্রমের দীর্ঘ সীমান্ত খনও উন্মুক্ত যেখানে কাঁটাতারের বেড়া হয়নি। এর ফলে সহজেই বালাশেখ থেকে সিরিঞ্জ এপাড়ে আসছে আবার এপার থেকে হারোইন, ব্রাউন সুগার ও পাওডে ইনজেকশনের সিরিঞ্জও পাওয়া যাচ্ছে। এতে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে এখান এলাকায় তাত্রা নেওয়া গ্রহণ করেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে সাক্রমের অভিভাবক মহলকে ভাবিয়ে তুলছে।



# মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ধন্যবাদসূচক পদযাত্রা



**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অভিনন্দন জানিয়ে মিছিল সংগঠিত করলো বিজেপি।

বনমালীপুর মন্ডল আয়োজিত এক কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় আত্মবিশ্বাস ফিরে

পেয়েছেন অমদাতারা। কৃষি উপযোগী অনুকূল পরিবেশ, গুচ্ছ সুযোগ সম্প্রসারণ, উৎপাদিত ফসল বিক্রয়ের সুনিশ্চিতকরণ-সহ কৃষকদের উপার্জনে এসেছে

উর্ধ্বগতি। নতুন বছরের শুরুতেই দেশের অমদাতাদের আকাউন্টে ২০০০ টাকা করে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধির ১০তম কিস্তির অর্থরশি স্বরূপ ২০ হাজার কোটি টাকা প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী। যার সুফল প্রাপ্যেছেন রাজ্যের কৃষকরাও। কৃষক উৎপাদক সংস্থার সঙ্গে জড়িত কৃষকদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি নতুন করে আরও এফপিও-র সূচনা করা হয়েছে, যা এক ইতিবাচক নজির। কৃজিকাজের মত সম্মানজনক পেশার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির পাশাপাশি ও আত্মসম্মান সুনিশ্চিত হয়েছে অমদাতাদের। রবিবার রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের সঙ্গে বনমালীপুর মন্ডলের উদ্যোগেও প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে এক ধন্যবাদ সূচক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। এ আয়োজন ঘিরে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে।

## সরকারি জায়গায় বাধা, খালি মাঠে রক্তদান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খয়েরপুর, ২ জানুয়ারি। বাম যুব সংগঠনের উদ্যোগে সরকারি জায়গায় রক্তদান শিবির সংগঠিত করার আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনিকভাবে তাদেরকে রক্তদান শিবির সংগঠিত করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাই খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আরকেনগর অঞ্চলের বেলতলি এলাকায় খালি মাঠে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে তারা। মাঠে প্যাঙ্কেল করে শীতের সকালে যুবক-যুবতিরা রক্তদান করেন। এদিনের শিবিরে ২১ জন রক্তদান করেন। তাদেরকে উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন পবিত্র কর, নবারণ দেব, বিজয় বিশ্বাস, অসীম সরকার, রাহুল ধর, সদানন্দ দেব প্রমুখ। শিবির ঘিরে যুবকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল লক্ষণীয়।

## পুলিশের গাঁজা বিরোধী অভিযান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ জানুয়ারি। বিলোনিয়া মহকুমার পুলিশ ফের গাঁজা বিরোধী অভিযান সংগঠিত করে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌমা দেববার্মার নেতৃত্বে একদিনে সাড়ে ১৭ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। পিআরবাড়ি থানার অন্তর্গত কমলপুর, ডিমাতলি রোড এলাকায় ৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। এছাড়া ঘোষণামার এবং বৈদ্যেরখিল এলাকায় ধ্বংস করা হয় সাড়ে ১২ হাজার গাঁজা গাছ। বেল ১২টা থেকে শুরু হয় পুলিশের অভিযান। যা চলে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

## দেশে ১৭.৫ লক্ষ অ্যাকাউন্ট নিষিদ্ধ

**করল হোয়াটসঅ্যাপ**  
নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি। হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের জন্য বড় খবর। অভিযোগের ভিত্তিতে ১৭ লক্ষের বেশি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিল সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্ট। নভেম্বরেই এই কাজ করেছে কোম্পানি। ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপের তরফে জানানো, নিরাপত্তার নিয়মের কথা মাথায় রেখেই এই কাজ করেছে সংস্থা। আপনিও যদি হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন, তাহলে অবিলম্বে দেখুন আপনার অ্যাকাউন্টের অবস্থা। সোশ্যাল মিডিয়া মেসেজিং জায়ান্টের তরফে বলা হয়েছে, ২০২১-এর নভেম্বরে ১৭.৫ লক্ষেরও বেশি ভারতীয়দের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করেছে কোম্পানি। সেই মাসে মোট ৬০২টি অভিযোগের ভিত্তিতে এই কাজ করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। হোয়াটসঅ্যাপ ইতিমধ্যেই তাদের নভেম্বর মাসের রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিপোর্ট বলছে, ২০২১ সালের নভেম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ ১৭.৫ লাখের বেশি ভারতীয়দের অ্যাকাউন্ট নিষিদ্ধ করেছে দেশে। এতে বলা হয়েছে যে ভারতীয় অ্যাকাউন্টগুলি ৯১ ফোন নম্বরের মাধ্যমে সনাক্ত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপের মুখপাত্র বলেন, “আইটি-র নিয়ম ২০২১ অনুসারে আমরা নভেম্বর মাসের জন্য আমাদের বর্ষ মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি। এই “ইউজার সিকিউরিটি” রিপোর্টে ব্যবহারকারীর অভিযোগের বিশদ বিবরণ ও হোয়াটসঅ্যাপের গৃহীত সংশ্লিষ্ট ●এরপর দুইয়ের পাতায়

# লংতরাই রেডিও স্টেশনের শাপমোচনে উদ্যোগী পরিমল

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবালা, ২ জানুয়ারি।** প্রায় দুই দশক আগে ২০০২ সালে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করে তৈরী করা হয়েছিল লংতরাই রেডিও স্টেশন। অল ইন্ডিয়া রেডিও এর নর্থ ইস্ট সাভিসের অধীন এই রেডিও স্টেশনটির অবস্থান আমবালা মহকুমার শিকারীবাড়ি এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত লংতরাই পাহাড়ের চূড়ায়। যে স্থানটি বর্তমানে টাওয়ার নামেই পরিচিত। আধুনিক স্টুডিও নির্মাণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভারী যন্ত্রপাতি বসানো সহ পরিকাঠামো তৈরীতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা এই স্টেশনের ফ্রিকোয়েন্সি ১০২.৫ এফ এম এবং বাইট রেট ৪৯ কেবি/সেকেন্ড। এতসবের পরও গুরুত্বপূর্ণ এই রেডিও স্টেশনটি সেই অর্থে চালুই হয়নি কোন দিন। এটি রয়ে গেছে কেবল প্রসার ভারতীর একটি রিলে সেন্টার হিসাবে। এখানে উল্লেখ্যনীয় যে, দু-দুটি কারণে এই রেডিও স্টেশনটির গুরুত্ব রাজ্যের মধ্যে সর্বাধিক। যার প্রথমটি হল রাজ্যের মধ্যে এই রেডিও স্টেশনটির

অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সর্বাধিক উচ্চতায়। আর দ্বিতীয়টি হল, রাজ্যের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত এটি। ফলে আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে অনেক অভ্যন্তরে রয়েছে এটি। তাই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে অন্য স্টেশনগুলির তুলনায় এটি বেশী নিরাপদ এবং বার্তা আদান প্রদান সহ স্যাটেলাইট সিগন্যাল ধরার ক্ষেত্রে এই স্টেশন হতে পারে গেম চেঞ্জার। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই স্টেশনটির নির্মাণ হলেও কেবল কর্মী স্বল্পতা আর সামান্য কিছু পরিকাঠামোগত অপ্রতুলতায় সেটি সেই অর্থে চালুই হল না কোন দিন। রয়ে গেলো কেবল একটি রিলে সেন্টার হয়েই। এই স্টেশনটির নির্মাণ কালে এলাকার বিধায়ক ছিলেন তৎকালীন কংগ্রেসের জেটসঙ্গী আইএনপিটির কেন্দ্রীয় সভাপতি বিজয় কুমার রাংখল। ২০১৩ অবধি তিনি বিধায়ক ছিলেন আর কেন্দ্রে ছিল কংগ্রেস নেতৃস্থানীয় ইউ পি এ সরকার। ফলে রাংখলবাবু চাইলেই অনেক কিছু করতে পারতেন। কিন্তু তিনি করেন নি। ২০১৩ থেকে ২০১৮ অবধি বিধায়ক ছিলেন বামফ্রন্টের

ললিত দেববর্মা। উনার স্থূল মস্তিষ্কে এতো কঠিন বিষয় কোর অবকাশ ছিল না আর ঢুকেও নি। এরপর পরিবর্তনের নির্বাচনে বিধায়ক হলেন পরিমল দেববর্মা। তিনি এই রেডিও স্টেশনটির কথা জানতে পেরেই উদ্যোগী হন। প্রথমত এর শাপমুক্তি ঘটাতে। রবিবার তিনি পৌছে গেলেন লংতরাই পাহাড়ে। ঘুরে দেখলেন গোটা স্টেশনটি। সেখানে কর্মরত এক আধিকারিকের সাথে কথা বলে জেনে নিলেন কি কি সমস্যার জন্য চালু হচ্ছে না রেডিও স্টেশন। তিনি স্টেশনে বসেই কথা বললেন প্রশান্তলালিত প্রসারভারতীর অধিকর্তার সাথে। আগামী ৪ জানুয়ারি অধিকর্তার সাথে পূর্ণাঙ্গ বৈঠকের জন্য সময় চেয়ে নিলেন। স্টেশনে দাঁড়িয়েই পরিমলবাবু জানিয়ে দিলেন যে, প্রয়োজনে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার মাধ্যমে বিষয়টি দিল্লি নিয়ে যাবেন এবং যে কোনো মূল্যে এই গুরুত্বপূর্ণ রেডিও স্টেশনটি আগামী কিছুদিনের মধ্যেই চালু করাবেন। বিধায়কের এই প্রচেষ্টা যাতে ফলদায়ী হয় সেই অপেক্ষাতেই রয়েছে আমবাসার মানুষ।

# জনশিক্ষার বীজ আজ বটবৃক্ষে পরিণত



**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তি ববাজার, ২ জানুয়ারি।** বামফ্রন্ট শান্তি সম্প্রদীতি সবকিছুর মূলে ৭৬ বছর পূর্বে জনশিক্ষার যে বীজ বপন করেছিল বর্তমানে তা এসে বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

বক্তা গণমুক্ত পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রাধাচরণ দেববর্মা। ৭৭তম জনশিক্ষা দিবস উপলক্ষে গণমুক্ত পরিষদের উদ্যোগে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। রবিবার

শান্তিবাজার মহকুমার অন্তর্গত পতিছড়ি ড্রপগেট এলাকায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে একথাগুলো বলেন তিনি। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কাজের তীর সমালোচনা করেন তিনি। জনসভা গুরুত্ব পূর্ণ সিপিআইএম কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এক মিছিল সংগঠিত করা হয়। মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত হয় এই জনসভা। এদিনের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন গণমুক্ত পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রাধাচরণ দেববর্মা ছাড়াও বিধায়ক যশবীর ত্রিপুরা, পরীক্ষিত মুড়াসিং-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

# ছেলের হাতে আক্রান্ত বাবা

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ জানুয়ারি।** ছেলের হাতে প্রচণ্ডভাবে মারধরের শিকার হলেন বাবা। বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত ছেলের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন আক্রান্ত পিতা

একটি বিষয় নিয়ে মানিক সরকারের অভিযোগের যেন কঠোর শাস্তি হয়। সাথে তার বাবার ঝগড়া হয়। তখনই ছেলে উত্তেজিত হয়ে বাবার গলা চেপে ধরে। এমনকী তাকে মাটিতে

# ফের নির্যাতিত নাবালিকা প্রেফতার অভিযুক্ত

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ জানুয়ারি।** নাবালিকার উপর নির্যাতন চালানোর অভিযোগে কুরবান আলি নামে এক যুবককে থেফতার করে আরকপুুর মহিলা থানার পুলিশ। রবিবার মহারানি এলাকা থেকে কুরবান আলি এক নাবালিকার উপর নির্যাতন করেছে। পুলিশ ঘটনার অভিযোগ পেয়ে মহারানি এলাকায় ছুটে আসে। প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী কুরবান আলিকে তারা প্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। পাশাপাশি নির্যাতিতাকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। জানা গেছে, কুরবান আলির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৬ ধারা এবং পকসো আক্টের ৪৮৭ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। মামলার নম্বর ১/২২। অভিযুক্ত কুরবান আলিকে সোমবার আদালতে পেশ করা হবে।



সরকার জানান, ছেলে মানিক সরকার প্রতিনিয়ত নেশাখন্ড অবস্থায় তার উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। রবিবার বিকেলে কোনো একটি বিষয় নিয়ে মানিক সরকারের সাথে তার বাবার ঝগড়া হয়। তখনই ছেলে উত্তেজিত হয়ে বাবার গলা চেপে ধরে। এমনকী তাকে মাটিতে

শুনতে রাজি ছিল না অভিযুক্ত। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যায় আরকপুুর থানায় এসে ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তার বাবা। তারা চাইছেন অভিযুক্তের যেন কঠোর শাস্তি হয়। কারণ, তাদের আশঙ্কা যেকোনো সময় এ ধরনের ঘটনা বড় কোনো বিপত্তির রূপ নিতে পারে।

## বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে অল্পেতে রক্ষা

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চন্ডিলাম, ২ জানুয়ারি।** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাস রাস্তা ছেড়ে বাড়ির গেটে ধাক্কা দেয়। এতে করে স্থানীয় এলাকার নাগরিকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই দুর্ঘটনায় অল্পেতে রক্ষা পেয়েছেন পথচারী থেকে শুরু করে ওই বাড়ির লোকজন। রবিবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ চন্ডিলাম বাজার সংলগ্ন রামকৃষ্ণ আশ্রম থেকে টিল ছোঁড়া দূরত্বে অনিল দেবনাথের বাড়ির সামনে এই ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, টিআর০১এ১৪৮২ নম্বরের একটি বাস উদয়পুর থেকে দ্রুতগতিতে আগরতলার দিকে আসে। হঠাৎ চন্ডিলাম রামকৃষ্ণ আশ্রম এলাকায় আসার পর অন্য একটি গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে ঘটে বিপত্তি। গাড়িটি অনিল দেবনাথের বাড়ির গেটে গিয়ে ধাক্কা দেয়। যার ফলে অল্পেতে রক্ষা পান ওই বাড়ির লোকজন এবং পথচারীরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, গাড়ি চালক হয়তো নেশাখন্ড অবস্থায় ছিল। অনেকেই বলেছেন, যদি ঘটনাটি দিনের বেলা হতো তাহলে বিপত্তি আরও বেড়ে যেতো। কারণ ওই জায়গায় দিনের বেলা লোকজন দাঁড়িয়ে থাকেন। পাশেই কয়েকটি দোকান আছে। অল্পের জন্য সেই লোকনবরগুলিও রক্ষা পেয়েছে।

## হাতির আক্রমণ ঠেকাতে ভলান্টিয়ার

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২ জানুয়ারি।** চাল তলোয়ারহীন বন দফতর। শেষ পর্যন্ত বনাহতির আক্রমণ ঠেকাতে ৮ জন ভলান্টিয়ার নিয়োগ করেছে। কল্যাণপুরের বিভিন্ন এলাকায় হাতির দল প্রতিনিয়ত তাওব চালিয়ে যাচ্ছে। কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত খগেন্দ্রাবল কলোনি, ওয়াতিলং পাড়া-সহ বিভিন্ন এলাকায় হাতির তাণ্ডব সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। কয়েকদিন আগেও কল্যাণপুর রকের দক্ষিণ ঘিলাতলী পঞ্চায়েত এলাকায় হাতির দল তাণ্ডব চালিয়েছিল। কয়েকটি বাড়িঘর হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদিও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিল বন দফতরের টিম। কিন্তু তারাি কি করবেন? এলাকার মানুষ চাইছেন স্থায়ী সমাধান। সাধারণ নাগরিকদের ক্ষোভ প্রশমনে বন দফতর ৮ জন যুবককে হাতির আক্রমণ ঠেকানোর জন্য ভলান্টিয়ার হিসেবে নিয়োগ করেছে। তারা প্রতিদিন সন্ধ্যায় কাজে লেগে পড়েন। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরে বেড়ান তারা। তাদেরকে হাতি তাড়ানোর জন্য বাজি এবং চটলাইট হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তাদের মাধ্যমে হাতির তাণ্ডব আটকানো সম্ভব হবে কিনা এ নিয়েও স্থানীয়রা সংশয় প্রকাশ করেছে।

# ব্যান্ধ কর্মীদের উৎসাহ দিলেন সুশান্ত



**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।** রবিবার সকালে রাজধানী আগরতলায় ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যান্ধের প্রধান কার্যালয়ে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যান্ধের ‘৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী’ উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে অংশ নেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি সেখানে উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের তাদের সেবামূলক কাজের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে উৎসাহিত করেন। ত্রিপুরা গ্রামীণ

ব্যান্ধের যেসকল কর্মচারীরা স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন তাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন, রক্তদান জীবন বাঁচায়। তিনি অনুষ্ঠান মধ্যে দাঁড়িয়ে আবারও সামাজিক সংস্থা, ক্লাব এবং বিভিন্ন সংগঠনকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রক্তদানের মাধ্যমে রক্ত ব্যান্ধলোতে রক্তের মজুতের পরিমাণ সঠিক মাত্রায় বজায় থাকে। এর জন্য অনেক

বেশি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির সংগঠিত করার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। রক্তদানের মাধ্যমে মানবিক কার্যকলাপে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং উদ্যোগী হওয়া সবার মূল লক্ষ্য হতে হবে। তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন রক্তদানের মতো কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে যারা সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন তারা নিজস্বদের কাজের ক্ষেত্রেও দায়িত্ব-সহকারে মানুষের সেবা করবেন।

# স্টিল ব্রিজ ভেঙে ফেলার প্রতিবাদ পানিসাগরে

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ জানুয়ারি।** ইংরেজি নববর্ষের সূচনা লগ্নে অর্থাৎ ১ জানুয়ারি শনিবার সাতসকালে পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ১নং ও ৪নং ওয়ার্ডের সংযোগস্থলে একটি ছড়ার উপরস্থ স্টিল ব্রিজ ভেঙে ফেলার ঘটনায় এলাকাবাসী ভীষণ ক্ষুব্ধ। এলাকাবাসীকে আগাম না জানিয়ে হঠাৎ নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের নির্দেশে স্টিল ব্রিজ (ফুট ব্রিজ) ভেঙে অন্যত্র সরিয়ে নিতে দেখে তীব্র প্রতিবাদ মুখর হয়েছেন এলাকাবাসী। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতে আত্মপ্রকাশের পূর্বে তৎকালীন বামফ্রন্ট পরিচালিত পানিসাগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এবং পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির সক্রিয়তায় ১২ লক্ষ টাকা



ব্যয়ে এই স্টিল ব্রিজটি নির্মিত হওয়ায় স্থানীয় মানুষ চলাফেরায় স্বচ্ছন্দ বোধ করতে থাকেন। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী এবং কৃষক সমাজ উপকৃত হয়েছিল। ইতিমধ্যে ৯/১০ বছরে ব্রিজটি অনেকটা জরাজীর্ণ ও দুর্বল হয়ে মেরামত ও সংস্কার সাধন একান্ত প্রয়োজন। ইতিমধ্যে বামফ্রন্ট বিরোধী হল নগর পঞ্চায়েতের কর্তৃত্ব আসে বিজেপি। মূলত বিজেপি পরিচালিত নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে স্টিল ব্রিজটি ভেঙে অন্যত্র স্থানান্তরিত খবর স্থানীয় মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, এতে তাদের হয়রানি বাড়ে। সমস্যায় পড়বে কৃষক ও ছাত্রছাত্রীরা। বিরোধী সিপিএম’র পানিসাগর মহকুমা সম্পাদক অজিত দাস এবং প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শীতল দাস খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে যান এবং ব্রিজটি ভাঙার প্রতিবাদ জানান। দুই বাম নেতৃত্ব বিজেপি পরিচালিত নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান, বৃহত্তর জনস্বার্থে স্টিল ব্রিজটি না ভেঙেবরং সেটাকে সংস্কার ও মেরামত করুন। এদিকে পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান ধনঞ্জয় নাথ জানান, তারা ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এলাকায় একটি পাকা সেতু নির্মাণ করে দিয়ে তবেই জরাজীর্ণ ব্রিজটি ভেঙে ফেলেছেন। অন্যথায় এখানে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। স্থানীয় মানুষ জানান, পাকা সেতুটি অনেক দূরে নির্মিত হয়েছে। সেটি দিয়ে কৃষকরা অন্তত এক ডেড কিলোমিটার ঘুরপথে ক্ষেতের মাঠে যেতে হবে। তাছাড়া পশ্চিম পানিসাগর পঞ্চায়েতের লোকজন স্টিল ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত করেন। এখন দেখার, কর্তৃপক্ষ গ্রহণযোগ্য সমাধান করতে পারেন কিনা।

# টিপস্ দিলেন অভিষেক ব্যানার্জি

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।** ভূগমুলের চোখ ২০২৩। লক্ষ্য ত্রিপুরার ক্ষমতায় বসা। উদ্দেশ্য বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করে। টার্গেট, ত্রিপুরা দিয়েই করা। দেশে বার্তা দেওয়া। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করেই রাজনৈতিক ময়দানে মাটি কাড়ে পড়ে থাকতে চান সর্বভারতীয় ভূগমুল কমিটির সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্যত পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয়াবারের মতো ভূগমুলকে প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি বিজেপিকে শক্ত হাতে মোকাবিলা রসদ খুঁজে পেয়ে এবার টার্গেট ত্রিপুরা। অনেক আগেই সেই ঘোষণা দিয়ে ত্রিপুরায় ভূগমুল নতুনভাবে সাংগঠনিক বিস্তার ঘটিয়েছে। সদ্য সমাপ্ত পুর সংস্থার নির্বাচনে ভূগমুল যা ‘অর্জন’ করেছে তাকেই এবার রসদের উপায় বলে রাজ্যে নতুন মাত্রায় সাংগঠনিক বিস্তার শুরু করলেন ‘ক্যাপ্টেন’ অভিষেক। দুদিনের সফরে রাজ্যে এসে এদিন বেশকিছু কর্মসূচিতে অংশ নৈশকালীন বৈঠকে রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য সহ অন্যান্যদের সাথে রক্তধার বৈঠক করেছেন তিনি। শহরের একটি বেসরকারি হোটেলে নৈশকালীন এই বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও সাংসদ সুস্মিতা দেব, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

সূত্রের দাবি, এ বৈঠকে সাংগঠনিক রণকৌশল পাকপোক্ত করেই বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এই বৈঠকে অভিষেক সকলের উদ্দেশ্যে বলেছেন, আগামী এক মাসের মধ্যে আগরতলায় রাজ্য-কেন্দ্রিক ভূগমুল ভবন হবে। মানে ত্রিপুরায়

নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে বলেছেন। এক্ষেত্রে অভিষেক ব্যানার্জি বলেছেন, ২০২৩ সালে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করে ভূগমুলের সরকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সকলের একাত্মক প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম তেজি করতে হবে।



ভূগমুলের স্থায়ী রাজ্য কমিটির অফিস হবে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই স্থায়ী রাজ্য কমিটি ও জেলা কমিটি গঠনের বিষয়টিও নিশ্চিত করা হবে। সূত্রের দাবি, এদিনের বৈঠকে অভিষেক ব্যানার্জি

অভিষেকের ভাষায়— বিনা যুদ্ধে বিজেপিকে ত্রিপুরার সূচ্যপ মেদিনী ছাড়া হবে না। বিজেপি তৃণমূলকে ভয় পেয়েছে, তাই অভিষেকের যে কোনও ধরনের কর্মসূচি প্রশাসন বাতিল করে দিচ্ছে। তবে অভিষেক

ব্যানার্জি এদিন স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, তিনি ত্রিপুরায় খাঁটি গেড়ে বসে থাকবেন। রাজনৈতিক মহলে প্রচার, আগামীদিকে বিজেপি বিরোধী হাওয়ায়কে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল এ রাজ্যে নতুন করে রাজনৈতিক রণকৌশল ঠিক করে এগাতে চাইছে। বিজেপির অভ্যন্তরে যাদেরকে নিয়ে গুঞ্জন অব্যাহত তাদের বিষয়টি আপাতত প্রকাশ্যে না এনেই ভূগমুলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন—যারা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদেরকে একাবদ্ধ করতে হবে। গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার অভিষেক ব্যানার্জি ত্রিপুরায় এসেছেন। যারা ভূগমুলকে নিয়ে কটাক্ষ করছে তাদের সুরেও ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে। রাজনৈতিক অণু বিশ্লেষকরা মনে করেন, বিজেপির বিরুদ্ধে অর্থ-বলে ভূগমুল চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। এবারের অভিষেকের রাজ্য সফর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিজেপিও অনেক আগেই ২০২৩ সালের ভোটিয়ুদ্ধে মাথায় রেখে ময়দানমুখী। ভূগমূল এই সময়ে পুর ভোটের প্রদত্ত ভোটকে পূর্জি করেই ২৩’র ভোটিয়ুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়তে চায়। ‘ক্যাপ্টেন’ অভিষেক পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কতটা কি করতে পারে তা সময়ই বলবে।



# বিজেপি’র জন্য জায়গা ছাড়া হবে না : অভিষেক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। ফের রাজ্যে এসে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দু’দিনের সফরে এদিন সকালের বিমানে আগরতলায় আসেন তিনি। আগরতলার মাটিতে পা রেখে সোজা চলে যান পুরাতন আগরতলার চতুর্দশ দেবতার বাড়ি মন্দিরে। সেখানে গিয়ে তিনি পূজো দেন। পূজো শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি’র জন্য তারা কোনো জায়গা ছাড়বে না। মাত্র ৩ মাসের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে পুর সংস্থার নির্বাচনে ২৩ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছে তাতে বিজেপি ভয় পেয়ে গেছে। আক্ষরিক অর্থে তৃণমূল কংগ্রেসই



এ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, এখন তাদের লক্ষ্য ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচন। এক বছর সময় হাতে আছে। তাই তারা এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। তারা নিশ্চিত বিপ্লব

দেবের গুণ্ডা শাসনের মডেল আর কাজে আসবে না। আগের মত এখন আর বিরোধীদের উপর আক্রমণ কিংবা দলীয় অফিস ভাঙচুর করা যাবে না। তিনি প্রশ্ন তুলেন বিজেপি শাসন ক্ষমতায় এসেও কি ধরনের উন্নয়নমূলক

কাজকর্ম করেছে? মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে যে ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে তার সাথে ত্রিপুরার তুলনা করেন তিনি। এক কথায় বিপ্লব দেবকে তিনি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণের জন্য চ্যালেঞ্জ



ছুড়ে দেন। তার মতে যদি সাহস থাকে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিতর্কে অংশগ্রহণ করুক। সেখানেই তিনি দেখিয়ে দেবেন এ রাজ্যে কি ধরনের উন্নয়ন হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্ন এ রাজ্যে

কয়টি নতুন কলেজ স্থাপিত হয়েছে? কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে? রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই বেহাল। এভাবে রাজ্য চলতে পারে না। তিনি আরও বলেন, এ রাজ্যের সরকার সূপ্রিম কোর্টের নির্দেশকেও মানছে না। যদি

তৃণমূল ক্ষমতায় আসে তাহলে রাজ্যের শিক্ষা ও শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে। তার মতে নতুন বছর ত্রিপুরা এবং রাজ্যের জনগণের জন্য নতুন আশার সূচনা করবে। তিনি বলেন, বাংলা থেকে গোয়া হয়ে ত্রিপুরা একমাত্র তৃণমূল

কংগ্রেসই মাঠে-ময়দানে সক্রিয়। বিজেপি’র শক্তি এবং তাদের তদন্তকারী সংস্থাগুলির ব্যবহারে তৃণমূল নেতৃত্ব মোটেও ভীত নয়। তাই তারা ত্রিপুরায় বিজেপি’র বিরুদ্ধে লড়াই করতে তৈরি। এদিন দুপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তেলিয়ামুড়ায় যান। স্থানীয় কর্মী গৌরীশঙ্কর রায়ের বাড়িতে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি কথা বলেন সেখানকার আত্রান্ত দলীয় নেতা-কর্মীদের সাথে। পরবর্তী সময় তিনি আগরতলায় এসে দলীয় নেত্রী সংহিতা ব্যানার্জির বাড়িতে যান। পুর নির্বাচনের সময় সংহিতা ব্যানার্জি তৃণমূলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তখনই তার বাড়িতে হামলা সংঘটিত হয়েছিল। আক্রান্ত হয়েছিলেন তার ছেলে ও মেয়ে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরসঙ্গী ছিলেন সুমিত্রা দেব, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবল ভৌমিক-সহ অন্যান্যরা।

## রাজ পরিবারকে বিঁধলেন অঘোর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ২ জানুয়ারি।। অতীত দিনে রাজন্যশাসিত ত্রিপুরায় বহু বছর ধরে ১৮৪ জন রাজা শাসন করেছেন। রাজারা জনজাতিদের জন্য কোন কাজই করেননি। জনজাতিদের শিক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না। ভাষার কোন বিকাশ হয়নি। জনজাতিদের কাজের ব্যবস্থা হয়নি। বজা সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অঘোর দেববর্মা। রবিবার ৭৭তম জনশিক্ষা দিবস উদযাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে খোয়াই সিপিআইএম জেলা কার্যালয়ে উ পজাতি গণমুক্তি পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় এ কথাগুলো বলাছিলেন তিনি। তিনি বলেন, আজ যারা মথা মথা বলে বুবাথার পেছনে পেছনে ছুটছেন তারা বিমাত্রির শিকার। সে দিনের জনজাতিদের দুর্দশার কথা আজকের দিনের ছাত্র-যুব বর্তমান প্রজন্মের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন, আইপিএফটি বলেছিল তিপ্রাল্যান্ড। মথা বলছে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড। জনজাতিদের স্বার্থরক্ষা তাদের মূল উদ্দেশ্য নয়

নিজেদের আশের গোছানোর মূল উদ্দেশ্য মানুষকে বিভ্রান্ত করে যোলাজলে মাছ শিকার করতে চাইছে ওরা বলে দাবি করেন তিনি। অতীতের জনশিক্ষা আন্দোলন এর ইতিহাসের অনুসরণ করেই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার জন্য আহ্বান রাখেন তিনি। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন তিনি। এদিনের

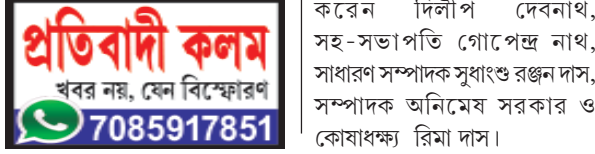
অনুষ্ঠানে অঘোর দেববর্মা ছাড়াও গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি রঞ্জিত দেববর্মা, বিভাগীয় সম্পাদক সৃজ দেববর্মা-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে জনশিক্ষা আন্দোলনের পঁাচজন প্রবীণ নেতাকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়।



## আজকের দিনটি কেমন যাবে

**মেঘ :** পানির বারিক ব্যাপারে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। হঠাৎ আঘাত পাবার যোগ আছে। সরকারি কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায় প্রতিকূলতার পরিবেশ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রণয়ে বাধা-বিয়ের যোগ আছে।  
**বৃষ :** পানির বারিক ব্যাপারে প্রিয়জনের সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে প্রীতিহারির সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক চাপ থাকবে দিনটিতে। তবে ব্যবসায় লাভবান হতে পারেন।  
**মিথুন :** সরকারি কর্মে চাপ বৃদ্ধি ও নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত শুভ ফল পাওয়া যাবে। অকারণে দুশ্চিন্তা এবং অতীত কিছু সমস্যা দেখা যাবে। প্রণয়ে প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে।  
**কর্কট :** কর্মসূত্রে দিনটিতে জ্ঞানীগুণীজনের লক্ষ্য লাভ ও মতানৈক্য ও প্রীতিহারির লক্ষ্য শুভ যোগাযোগ সম্ভব হবে।  
**পারিবারিক ব্যাপারে** কারো সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে বাধা-বিয়ের লক্ষ্য আছে, তবে ব্যবসায় লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে। প্রণয়ে আবেগ বৃদ্ধি মেতেও মনোকেস্তের যোগ আছে।  
**সিংহ :** প্রফেশন্যাল লাইনে আর্থিক উন্নতির যোগ আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। চাকরিস্থলে নিজের দক্ষতা বা পরিশ্রমে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। তবে সহকর্মীর ধারার সমস্যা বা ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন।  
**কন্যা :** দিনটিতে চাকরিজীবীর অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং দায়িত্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে অধিক উৎকর্ষ ও দুশ্চিন্তায় থাকবেন। ব্যবসায় লাভবান হবার যোগ আছে।  
**তুলা :** সরকারি কর্মে ঊর্ধ্বতনের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

**কর্মে** যশবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল। শিল্প সংস্থায় কর্মরতদের মানসিক উত্তেজনার জন্য কর্মে অগ্রগতি বজায় রাখা কঠিন হতে পারে। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার।  
**বৃশ্চিক :** কর্মক্ষেত্রে আবেগ সংযত করতে হবে। সরকারি কর্মে নানান বামেলার সম্মুখীন হতে হবে। স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। ব্যবসায় উন্নতির যোগ আছে। অর্থ ভাগ্য শুভ।  
**ধনু :** দিনটিতে কর্মে বাধা-বিয়ের মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের হঠাৎ কোন সমস্যা বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য ক্ষতি বা বামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। দিনটিতে সতর্ক থাকবেন।  
**মকর :** সরকারি কর্মে চাপ ও দায়িত্ব বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে মতানৈক্য ও প্রীতিহারির লক্ষ্য আছে। কর্মস্থান বা কর্ম পরিবর্তনেরও যোগ আছে। এর ফলে মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। নিজের পরিকল্পনাকে অন্যর মতো পরিবর্তন করবেন না। তবে কোন অসুবিধা হবে না।  
**কুম্ভ :** প্রশাসনিক কর্মে যুক্ত ব্যক্তিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। সরকারিভাবে কর্মে উন্নতির যোগ আছে। আর্থিক ভাগ শুভ। ব্যবসায় লাভবান হবার লক্ষ্য আছে। প্রণয়ে অগ্রহ বৃদ্ধি পেতে পারে।  
**মীন :** পারিবারিক ব্যাপারে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনিক কর্মে কিছুটা বাধা বিয়ের সম্মুখীন হতে পারেন। শত্রু থেকে সাবধান থাকবেন।  
**খনিজ** দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান হওয়ার দিন। প্রণয়ে শুভ ফল লাভ সম্ভব নয়। সম্ভানের বিদ্যা ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভে বিঘ্ন হতে পারে।



## দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত চার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তির বাজার, ২ জানুয়ারি।। টি পার ও গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হন চারজন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটির সামনের অংশ একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। রবিবার সকাল আনুমানিক সাড়ে ৮টা নাগাদ শান্তিরবাজার মহকুমার বীরচন্দ্রনগর রেলরিজ সংলগ্ন এলাকায় টিআর ০৮বি ০৩১১ নম্বরের গাড়ির সাথে টিআর ০১জেড ১৭৩৬ নম্বরের ট্রিপারের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে গাড়িটি রাস্তা থেকে পার্শ্বের খাদে পড়ে যায়। গাড়িটি বিলোনিয়া থেকে আগরতলার দিকে আসছিল। অপরদিকে ট্রিপার গাড়িটি বিলোনিয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। রেলরিজ সংলগ্ন

এলাকায় আসার পরই বিপত্তি ঘটে। এই দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা তিনজন যাত্রী এবং চালক গুরুতরভাবে আহত হন। এলাকাবাসী বিকট আওয়াজ শুনে রাস্তায় বেরিয়ে এসে ঘটনাটি খেতে পান। তাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে এবং আহতদের উদ্ধার করে বীরচন্দ্রনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। জানা গেছে, ট্রিপার চালককে আটক করা সম্ভব হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত তিনজন আগরতলার ধলেশ্বর এলাকার বাসিন্দা। আর গাড়ির চালকের বাড়ি বিলোনিয়ার বাজনগর। কি কাবণে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

## জিপিএটি’র সাংগঠনিক সভা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা ২জানুয়ারী।। গত ৩১ ডিসেম্বর গভর্নমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরার রাজ্য ভিত্তিক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় সারা ত্রিপুরার বিভিন্ন ইউনিট ও জোন কমিটির প্রতিনিধিগণ, কেন্দ্রীয় সম্পাদকগণ, উপদেষ্টা ও সহ সভাপতিগণ অংশগ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী সুজয় কুমার বসু। সাংগঠনিক কাজকর্মের ধারাবাহিকতা, সদস্য ও মুখপত্র প্রবীণ-এর গ্রাহক সংগ্রহ সহ পেনশনার ও পারিবারিক পেনশনারদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রতিনিধিগণ আলোকপাত করেন। বিগত দিনগুলিতে কোভিড-১৯ সংক্রমণজনিত কারণে সামাজিক দূরত্ব, লক ডাউন ও নৈশ কারফিউ, সভা সমাবেশে নিষেধাজ্ঞাকে

মান্যতা দেবার ফলে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে সম্ভ্রাস, ভয়ভীতি প্রদর্শন সহ অফিস ভাঙচুর, উচ্ছেদ ও জবরদখলের ফলে সাংগঠনিক কাজকর্ম ব্যাপকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তবে সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও মুখপত্র প্রবীণ-এর গ্রাহক সংগ্রহ করা হচ্ছে। এছাড়াও পেনশনারগণের নিয়মিত পেনশন ও উৎসব অনুদান প্রাপ্তির বিষয়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক বিশেষ করে পি এন বি’র বিভিন্ন শাখায় ও প্রধান কার্যালয়ে বারংবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বলে প্রতিনিধিগণ জানান। তাঁরা প্রবাসীদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সত্ত্বেও প্রাপ্য ডি আর মঞ্জুর না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সবগুলো ইউনিট ও জোনে বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজিত

হবে বলে প্রতিনিধিগণ জানান। সমাপ্তি ভাষণে অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী নারায়ণ চন্দ্র বণিক বিভিন্ন অন্তরায় সত্ত্বেও সাংগঠনিক কাজকর্ম চালু রাখায় ইউনিট ও জোন কমিটিগুলিকে অভিনন্দন জানান। পেনশনারদের সমস্যা দূরীকরণে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। ক্ষোভের সাথে তিনি বলেন, গত সাড়ে তিন বছর ধরে রাজ্য সরকারের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে চিঠি দিলেও কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছেনা। এমনকি চিঠিগুলির প্রাপ্তি স্বীকারও করা হচ্ছেনা। আলোচনার জন্য সময় চেয়েও পাওয়া যায়নি। চিকিৎসা ভাতা ও উৎসব অনুদান বৃদ্ধি, মহাঘর রিলিফ দ্রুত মঞ্জুর সহ পেনশনারদের স্বার্থ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বারংবার রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করা হবে বলে তিনি জানান।

করেন, বাম আমলে বিকল্প ব্যবস্থা করেই উচ্ছেদ করা হয়েছিল হকারদের। তবে এ সময়ে বিকল্প ব্যবস্থা না করেই হকার উচ্ছেদের বিষয়টি নিয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি পুর সংস্থাগুলোর ভূমিকার সমালোচনা করেছেন। এদিকে হিন্দী ভবনের জবরদখল মুক্ত করার বিষয়টি নিয়ে মানিক দে বলেছেন, তাদের আমলেও এ কাজটি শুরু হয়েছিল। কিন্তু প্রবল বাধা থাকায় তা সম্ভব হয়নি। তবে এক্ষেত্রে মানিক দে বলেন, যারা বিগতদিনে বাধা দান করেছে তারাই এখন ক্ষমতায়। বামফ্রন্ট সরকারের

সময়ে এই ভবনের যে অংশ বেআইনিভাবে দখল করা হয়েছিল, তৎকালীন জেলাশাসক তার জন্য নোটিশও জারি করেছিল। এদিকে টিআরটিসির পরিষেবা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মানিক দে বলেছেন, বর্তমান সরকারের সময়ে নতুন করে কোনও বাস কেনা হয়নি। শুধু তাই নয়, আগরতলা-ঢাকা কিংবা আগরতলা-কলকাতা ভায়া ঢাকা

ভলবো বাস পরিষেবানিয়ে বর্তমান টিআরটিসি কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় উদ্যোগ প্রকাশ করেন মানিক দে। তাছাড়া নাগেরজলা সহ বিভিন্ন মোটর স্ট্যান্ডগুলোর অত্যাধুনিক পরিকাঠামো উন্নয়নের যে কাজ শুরু হয়েছিল বাম আমলে তা এখন থমকে আছে। এনিয়ও মানিক দে বর্তমান সরকারের ভূমিকায় উদ্যোগ প্রকাশ করেছেন।

আজ রাতের ওয়ুথের দোকান  
শংকর মেডিকেল স্টোর  
৯৭৭৪১৪৫১৯২

## ক্রমিক সংখ্যা — ৩৯৪

ঋীধাটি সমাপান করতে প্রতিক ফীকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ঋীধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

সংখ্যা ৩৯৩ এর উত্তর

7	1	5	4	2	8	9	3	6
6	3	2	7	9	5	8	1	4
8	4	9	3	6	1	2	7	5
3	8	7	2	5	4	6	9	1
2	5	6	1	7	9	4	8	3
1	9	4	8	3	6	7	5	2
5	6	3	9	8	2	1	4	7
4	7	8	6	1	3	5	2	9
9	2	1	5	4	7	3	6	8

			8	9	1	7	5
7	1			5			
5				1	3	6	2
			7		4		2
1				5		8	6
	7						3
2	1		5				8



# ২০১২’র প্রকল্প উদ্‌বোধন ২০২২-এ

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।**। আগরতলা বিমানবন্দরের আত্মাধুনিক টার্মিনাল তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল ২০১২ সালে জমি অধিগ্রহণের মধ্য দিয়ে। আগামী ৪ জানুয়ারি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে এই আত্মাধুনিক টার্মিনালের উদ্‌বোধন হবে। রাজ্যের মানুষের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলেই এই আত্মাধুনিক টার্মিনাল ভবন। এর কৃতিত্ব কিংবা ভূমিকা রাজ্যের মানুষের। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে এর কাজ শুরু হয়েছে। তবে এই বিমানবন্দরটিকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে এখনও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। এই কথাগুলো বলেন, প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী মানিক দে। আগরতলায় দশরথ দেব ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে তিনি বলেছেন, ২০১২ সালে জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছিল। তবে ২০০৮-০৯ অর্থবর্ষে পিপিপি মডেলে এই আত্মাধুনিক

টার্মিনাল নির্মাণের কথা তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে বললেও তাতে রাজ্য সরকার রাজি হয়নি। পরবর্তী সময়ে ২০১২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা



গোটা মডেলটি নিয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছিল। তখনই কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু করে। মানিক দে জানিয়েছেন,

৭৮টি পরিবার সে সময় বিকল্প সুযোগ পেয়েছে। যারা জমি ছেড়েছে, তাদের জন্য বিকল্প হিসেবে নিকটবর্তী এলাকাতেই ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

জন্ম বামফ্রন্ট সরকারের অবদানের কথা সরাসরি বললেও মানিক দে পুরো কৃতিত্ব রাজ্যবাসীকে দিতে চান। তিনি বলেছেন, ২০০৮-০৯ সালে যখন পিপিপি মডেলের কথা বলা হয়েছিল, তখন বামফ্রন্ট সরকার রাজি হয়নি। কিন্তু বেসরকারির বিরুদ্ধে বরাবরই বামফ্রন্ট ছিল। তবে এই বিমানবন্দরটি বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হবে কি না এ বিষয়টি নিয়ে মানিক দে বলেন, যদি তাই হয়ে থাকে তবে তা হবে দুর্ভাগ্যজনক। মানিক দে আরও জানিয়েছেন, এই আত্মাধুনিক বিমানবন্দরের জন্য যারা জমি ছেড়েছিল তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারই তাদের বিকল্প ব্যবস্থা করার পাশাপাশি “ক্ষতিপূরণ” দিয়েছিল। প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী এও বলেছেন, এর পরিসর বাড়ানোর জন্য আরও জমির প্রয়োজন ছিল। সে জমিও অধিগ্রহণ করেছে ওই সময় বামফ্রন্ট সরকার। তবে বর্তমানে এই বিমানবন্দরটির বিজেপি সরকারের

আমলেই নতুন নামাকরণ হয়। মানিক দে বলেন, ওই সময়ে এই বিমানবন্দরটির আত্মাধুনিক টার্মিনাল নির্মাণ সহ যাবতীয় কাজ বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই পুরোদমে শুরু হয়েছে। তবে তা ২০১২ সালে শুরু হওয়ার পর এটা সময় কেন লাগলো তা নিয়ে তিনি স্পষ্ট কিছু বলেননি। ওই সময় মানিক দেও এই নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেছিলেন। ২০১২ সালে কাজ শুরু হওয়া এই বিমানবন্দরের আধুনিক টার্মিনালের উদ্‌বোধনের প্রাক্কালে এর পুরো কৃতিত্ব রাজ্যবাসীকে দিলেন তিনি। তবে তার পাশাপাশি যারা জমি দিয়েছেন, তাদের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তিনি। এদিকে, এই আত্মাধুনিক টার্মিনাল ভবনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে এখনও আমন্ত্রণ পাননি প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী মানিক দে। তবে তিনি এ বিমানবন্দরটিকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষণা করার দাবি করেছেন।

# স্বী’র অধিকারের দাবিতে রাস্তায় ধর্না

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা / ধর্মনগর, ২ জানুয়ারি।**। স্বী’র অধিকারের দাবিতে রাস্তায় ধর্না বসলেন এক মহিলা। তার অভিযোগ, স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে জোরপূর্বক বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এমনকী তারা এখন মহিলা

বসেন নির্ধাতিতা বধু। তার অভিযোগ, গত দেড় বছর আগে স্বামী এবং তার পরিবারের লোকজন মারধর করে নির্ধাতিতাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার গ্রাম্য সালিশি সভাও হয়েছিল।

সেখানে চলে আসে। কারণ, মা-মেয়ে যেভাবে রাস্তা অবরোধ করে বসেছিলেন তাতে যানবাহন চলাচলের সুযোগ ছিল না। যে কারণে রাস্তার দু’দিকে অনেক যানবাহন আটকে পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে মহিলাকে সেখান থেকে তুলে ধর্মনগর



এবং তার সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিচ্ছে না। ধর্মনগর থানাধীন পশ্চিম বটরশি এলাকার এক যুবক ২০১৪ সালে বিয়ে করে। সামাজিকভাবে বিয়ে হলেও ক্রমাগত নির্ধাতনের শিকার হতে থাকেন নববধু। গত ৮ বছর ধরে তার উপর নির্ধাতন চলতে থাকে। বর্তমানে তাদের এক কন্যাসন্তান আছে। এদিন সকালে স্বামীর বাড়ির সামনে মূল রাস্তায় ধর্না

পড়েছেন নির্ধাতিতা। তাই তিনি স্বী’র অধিকার এবং ভরণপোষণের দাবিতে অভিনব আন্দোলনের পথ বেছে নেন। ধর্মনগর-পানিসাগর রাস্তার মাঝখানে বসে মা-মেয়ে অপেক্ষায় ছিলেন কখন তাদের পরিবারের সদস্যরা এসে কথা বলবেন। কিন্তু তাদের আন্দোলন শেষ পর্যন্ত বিশেষ কোনো কাজে আসেনি। পরিবারের সদস্যদের আসার আগেই পুলিশ বাহিনী

থানায় নিয়ে আসে। এদিকে এলাকাবাসী পরবর্তী সময় ঘটনাটি নিয়ে নির্ধাতিতার শ্বশুরবাড়িতে যান। তারা নির্ধাতিতার শ্বশুরকে চোপে ধরেন। সেই ব্যক্তি অবশ্য দাবি করেন বিয়ের পর থেকে তাদের ছেলে বাড়িতে থাকতো না। তাই বধুকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। এদিনের আন্দোলনের জেরে পশ্চিম বটরশি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

## নির্ধাতনের জেরে থানায় নির্ধাতিতা বধু

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২ জানুয়ারি।**। স্বামীর হাতে শারীরিক ও মানসিক নির্ধাতনের শিকার হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তরুণী বধু। মেলাধর থানাধীন চন্দল এলাকার ওই গৃহবধু এখন পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন অভিযুক্ত স্বামীর যেন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হয়। ৮ বছর আগে তাদের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের ৬ মাস পর্যন্ত সংসার ভালোভাবে চললেও এরপর থেকেই অশান্তি শুরু হয়ে যায়। নির্ধাতিতার অভিযোগ, তার স্বামী পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছেন। সেই কারণে তার উপর ক্রমাগত নির্ধাতন চলে আসছে। দুই কন্যাসন্তানকে নিয়ে নির্ধাতিতা বধু এখন মহাবিপদে আছেন। সংসারিক খামেলা নিয়ে বেশ কয়েকবার গ্রাম্য সালিশি সভা হয়েছিল। কিন্তু তার স্বামী নির্ধাতন বন্ধ করেনি। এখনও তার ওপর নির্ধাতন চলছে। তাই নিরুপায় হয়ে নির্ধাতিতা বধু মেলাধর থানায় এসে স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। নির্ধাতিতা জানান, পরকীয়া সম্পর্ক নিয়ে স্বামীর সাথে বেশ কয়েকবার ঝগড়া হয়েছে। বাড়িতে শ্বশুরের উপস্থিতিতে তাকে মারধর করা হয়। একটা সময় মারধর চরম রূপ ধারণ করলে তার শ্বশুর এসে নির্ধাতিতাকে রক্ষা করে। মহিলা জানান, মারধরের ফলে তার শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত লেগেছে। তিনি চাইছেন এখন যেন পুলিশ এই ঘটনার সঠিক তদন্তক্রমে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করুক।

## বৃদ্ধের দোকান ভাঙুর

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২ জানুয়ারি।**। ৮০ বছরের অহিদ মিয়ার দোকান ভেঙে চুরমার করে দেয় প্রতিবেশী এক যুবক। অভিযুক্তের নাম হোসেন মিয়া। অহিদ মিয়া জানান, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হোসেন মিয়া তার উপর চড়াও হয়। পরবর্তী সময় দোকান ভাঙুর করে টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। মারধরে



অহিদ মিয়া আহত হয়েছেন। সোনামুড়া থানাধীন শ্রীমন্তপুর এলাকায় এই ঘটনা। আক্রান্ত ব্যবসায়ী অহিদ মিয়া সোনামুড়া থানার দ্বারস্থ হয়ে অভিযুক্ত হোসেন মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। বৃদ্ধ ব্যবসায়ী জানান, হোসেন মিয়া টাকা নেওয়ার জন্য প্রথমে তাকে প্রচণ্ডভাবে মারধর করে। পরবর্তী সময় দোকানে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। তিনি হোসেন মিয়াকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত দোকানের ভেতরে ভাঙুর চালালো হয়। ঘটনাস্থল থেকে যাওয়ার সময় অভিযুক্ত যুবক দোকানের টাকা-পয়সা নিয়ে পালিয়ে যায়। বৃদ্ধ অহিদ মিয়া এখন ঘটনার বিচার চাইছেন। তার আশঙ্কা, পুলিশ যদি হোসেন মিয়ার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে পুনরায় তার উপর আক্রমণ হতে পারে।

# মেয়াদোত্তীর্ণ রুটি খেয়ে অসুস্থ দুই

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২ জানুয়ারি।**। প্রশাসনকে এক প্রকারে ঘুমিয়ে রেখে কল্যাণপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী বিক্রির রমরমা চলছে। এ নিয়ে আগেও সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তারপরে অবশ্য দু’একদিন প্রশাসনিক কর্তারা অভিযান সংগঠিত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময় ফের স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ীরা নিজেদের মর্জিমাফিক খাদ্য সামগ্রী বিক্রি শুরু করে দেন। কিন্তু তাদের লোভের কারণে সাধারণ মানুষ বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হচ্ছেন। রবিবার সন্ধ্যায় কল্যাণপুর বাজারে ফের মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার সামগ্রী বিক্রির অভিযোগ উঠে। কল্যাণপুর বাজারে দীপঙ্কর ঘোষের দোকানে নানা প্রকারের প্যাকেটজাত খাদ্য সামগ্রী বিক্রি হয়। স্থানীয় বাসিন্দা সমীর দাস এবং অপু রায় ওই দোকান থেকে পাউরুটি কিনেছিলেন। কিন্তু তারা দু’জন বাড়িতে গিয়ে প্যাকেট খুলে দেখতে পান পাউরুটিতে ছত্রাক জাতীয় কিছু বাসা বেঁধেছে। সেই রুটি খেয়ে

দু’জন অসুস্থ হয়েছেন বলে তারা অভিযোগ করেন। তাদের কথা অনুযায়ী প্রথমে রুটিতে ছত্রাক লেগে থাকার বিষয়টি নজরে আসেনি। পরবর্তী সময় অসুস্থতা



বোধ হওয়ায় সন্দেহে তারা রুটির প্যাকেট হাতে নেন। তখনই দেখতে পান রুটিতে ছত্রাক বাসা বেঁধে আছে। পরবর্তী সময় অসুস্থদের কল্যাণপুর থানায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। এদিকে ঘটনা সম্পর্কে দীপঙ্কর ঘোষকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি

তা স্বীকার করেন। তবে তার কথা অনুযায়ী সেই রুটি তিনি তৈরি করেননি। স্থানীয় এক বেকারি থেকে রুটি কিনে এনেছিলেন। রুটি খেয়ে অসুস্থ অপুর রায় এবং

## ২০ লক্ষের ফেন্সিডিল ও গাঁজা উদ্ধার

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ২ জানুয়ারি।**। পাচার বাণিজ্যের অন্যতম স্থান সোনামুড়া মহকুমা। সোনামুড়া সীমান্ত দিয়ে প্রায় প্রতিদিন রাতে নেশা সামগ্রী বাংলাদেশে পাচার করা হয় বলে অভিযোগ। বিশেষ করে বঙ্গনগর, আশাবাড়ি, রহিমপুর, পুটিয়া, কলনগর, কলমচৌড়ার মত এলাকায় গাঁজা চাষ ছাড়াও ইয়াবা ট্যাবলেট, ফেন্সিডিল ব্যবসার সাথে জড়িত অনেক যুবক। এদিকে পাচারকারীরা বিএসএফ’র চোখে ধুলো দিয়ে কাঁটাচারের বেড়া কেটে পাচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। আর অন্যদিকে, পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে



কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না। গত দু’মাস ধরে বিএসএফ জওয়ানরা পাচার কার্য রোধের ক্ষেত্রে যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়েছে। এখনও তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্যকে নেশামুক্ত করার জন্য। শনিবার রাতে আশাবাড়ি বিওপি’র জওয়ানরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কলমচৌড়া থানাধীন দুপুরিয়াবান্দ এলাকায় পরিত্যক্ত জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার করে। সেখানে গিয়ে দেখা যায় প্রচুর ফেন্সিডিল এবং গাঁজা মজুত করা আছে। প্রায় ১৪০০ রোতল ফেন্সিডিল এবং ৪২ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। যার বাজার মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা হবে বলে বিএসএফ জওয়ানরা জানিয়েছে। তবে এই ঘটনার সাথে কাউকে আটক করতে পারেনি তারা।

## অটোচালকের মারে আহত দুই যুবক

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ জানুয়ারি।**। অটোচালকের বেধড়ক মারে আহত হয়েছে দুই যুবক। ঘটনা রবিবার সন্ধ্যায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন গামাইবাড়ি এলাকায়। অভিযুক্ত অটোচালকের বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। গামাইবাড়ি এলাকার অয়ন সরকার এবং কৌশল রায় বানার চৌমুহনি বাজারে আসার পথে আক্রমণের মুখে পড়েন বলে অভিযোগ। তাদের কথা অনুযায়ী অটোচালক সুকান্ত রুদ্রপাল তাদেরকে রাস্তায় দেখে আচমকা অটো থামিয়ে অকথা ভাষায় গালিগালাজ করে। এমনকী তাদের মারধর করা হয়। তাদের অভিযোগ, অটোচালক ঘটনার সময় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল। তবে কি কারণে তাদেরকে মারধর করা হয়েছে দুই যুবক তা বুঝে উঠতে পারেনি। পরবর্তী সময় তারা তেলিয়ামুড়া থানায় গিয়ে অটোচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। ধারণা করা হচ্ছে হয়তো পরোনো কোনো বিবাদের জেরেই এই ঘটনা। তবে অটোচালকের বক্তব্য জানা যায়নি।

# দিব্যাক্ষ মেয়ের জন্য ভাতার কাতর আবেদন

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ জানুয়ারি।**। দিব্যাক্ষ মেয়ের ভাতার জন্য কাতর আবেদন জানানলেন এক মা। চড়িলাম আরডি ব্লকের অন্তর্গত আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১ বছরের সানিয়া আক্তার ৬০ শতাংশ দিব্যাক্ষ হয়েও ভাতা পাচ্ছে না। সানিয়া আড়ালিয়া স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠরত। একটি পা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। হাঁটাচলা করতে ভীষণ কষ্ট হয় ওর। স্কুলে যাবার সময় অনেক সময় অন্য বাচ্চবীদের

সাহায্যে স্কুলে যেতে হয় ওর। সানিয়ার পিতা কাঠমিস্ত্রির কাজ করে। অত্যন্ত গরিব পরিবার। বিপিএল কার্ড পর্যন্ত নেই। অসুস্থ করে সংসার প্রতিপালন করে আসছে সানিয়ার পিতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, অনেকবার দিব্যাক্ষ সানিয়ার জন্য ভাতার আবেদন করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে সানিয়ার মা স্বরূপা বেগম আক্ষেপের সুরে জানিয়েছেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত এর নিকট এ বিষয়ে বারবার

আবেদন করেছেন সানিয়ার মা। কি কারণে সানিয়া ভাতা পাচ্ছেন না তা বলা মুশকিল। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার দিব্যাক্ষদের ভাতা প্রদানে যথেষ্ট মানবিক দৃষ্টিতে কাজ করছে। এক্ষেত্রে সানিয়া ভাতা থেকে কেন বঞ্চিত হচ্ছে তা কারো বোধগম্য হচ্ছে না। সানিয়ার মা স্থানীয় পঞ্চায়েতের কাছে আবেদন জানিয়েছেন দিব্যাক্ষ মেয়ের প্রাপ্য ভাতাটুকু প্রদান করতে যেন উদ্যোগ গ্রহণ করে।

# চোখের জলে শেষ বিদায় রাজ সৈনিককে

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালপাড়, ২ জানুয়ারি।**। ত্রিপুরায় বর্তমানে রাজন্য আমল নেই এমনকি রাজ্যও নেই। কিন্তু এমন একজন ছিলেন যিনি সাধারণ নাগরিক হয়েও রাজন্য আমলের স্মৃতি বহুদিন ধরেই বহন করে আসছিলেন। সেই স্মৃতি বিজড়িত বহুদিনের ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটল শনিবার। প্রয়াত হলেন ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সৈনিক কুমার দেববর্মা। যিনি মহারাজা বীর বিক্রম

থেকে পালিয়ে গিয়ে রাজার সেনাপতির দায়িত্বে যোগ দিয়েছিলেন। দীর্ঘ বহু বছর রাজার সেনাপতির দায়িত্ব পালন করার পর গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কাঞ্চনমালায় নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। বাড়িতে ফিরে এসে প্রথমে রাজভিত্তিক জীবনে পা রাখেন তারপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে ধর্মীয় কাজে নমো পড়েন। প্রায় প্রতিনিয়তই তার বাড়িতে বিভিন্ন দূর-দুরান্ত থেকে ভক্তরা আসতো।

কাঞ্চনমালাস্থিত নিজ বাড়িতে এনে রাখা হয়। রবিবার তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। শেষকৃত্য আগমন ঘটে। সকলে পুষ্পস্তবক এবং ফুলমালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে কুমার দেববর্মাকে শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে আসেন গোলাঘাটি



কিশোর মানিক্য বাহাদুরের সেনাপতি ছিলেন। ত্রিপুরার রাজার পক্ষ থেকে জাপান ও রাশিয়া জার্মান-সহ বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন এমনকি অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। যুদ্ধ জয় করে আসার পর মহারাজার তরফ থেকে কুমার দেববর্মা সাহসিকতার জন্য বেশ কয়েকবার বিশেষ সম্মান পদক পেয়েছিলেন। কুমার দেববর্মা অল্পবয়সেই বাড়ি

শনিবার সন্ধ্যায় চিরতরে বিদায় নিলেন তিনি। বয়সের ভাবে বেশ কিছুদিন ধরেই শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। তার শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় গতকাল তাকে স্থানীয় কাঞ্চনমালা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১২৫ বছর। পরবর্তীতে তার দেহ

বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাপতি পতি অন্তর। সরকার, এডমির স্নান্য দপ্তরের কার্যনির্বাহী সদস্য কমল কলিই সহ অন্যান্যরা। মৃত্যুকালে উনি ওনার স্ত্রী, চার পুত্র এবং এক কন্যা রেখে গেছেন। কুমার দেববর্মার দেহত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

# স্ববির আমবাসা মহকুমা প্রশাসন বিপাকে মৃত পুলিশ কর্মীর পরিবার

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২ জানুয়ারি।**। রাজ্যের ডায়নামিক মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা হল যে, প্রশাসনের কোন প্রকার স্থবিরতা তিনি বরদাস্ত করবেন না। উনার শাসনে প্রশাসন থাকবে স্বচ্ছ এবং গতিশীল। সাধারণ মানুষকে তাদের প্রাপ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন প্রকার হসরানি বা কালহরণ করা যাবে না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই স্পষ্ট নির্দেশ আমবাসা মহকুমা প্রশাসনে কিরূপ কার্যকরী হচ্ছে তার একটি নমুনা পাওয়া গেলে সন্দেহ। কেবল আমবাসা মহকুমা প্রশাসনের সীমানীন দীর্ঘসূত্রিতার কারণে না খেয়ে মরার উপক্রম হয়েছে এক প্রয়াত পুলিশ কর্মীর দুই কন্যাসন্তান-সহ বিধবা স্ত্রী এবং বৃদ্ধা

মাকে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আমবাসা থানাধীন নালিছড়া এলাকার বাসিন্দা বিমল দেববর্মা ছিলেন রাজ্য পুলিশের একজন কনস্টেবল। ধলাই জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে ছিল পোস্টিং। গত ২৪ মার্চ ২০২১ ইং তারিখে চাকরিত অবস্থাতেই হঠাৎ হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয় বিমলবাবুর। অতঃপর বিমল দেববর্মার ভবিষ্যনিধি প্রকল্প সহ যাবতীয় আর্থিক সুবিধা সেই সাথে মৃত্যুকাল তার বয়স য়েহুত ৫০ বছরের কম ছিল তাই নিয়মানুযায়ী ডাই ইন হারনেস প্রকল্পে সরকারি চাকরি ইত্যাদির জন্য দফতরের সাথে যোগাযোগ করে মৃত পুলিশ কর্মীর বিধবা পত্নী শুক্লা রানি দেববর্মা। তখন দফতর থেকে উত্তরজীবিতা

শংসাপত্র (Survival certificate) চাওয়া হয়। এরপর বিধবা শুক্লাদেবী ও তার দুই নাবালিকা কন্যা এবং বৃদ্ধা শাণ্ডি সমস্ত নথিপত্র সমেত ঐ শংসাপত্র প্রদানের জন্য আবেদন করে আমবাসা মহকুমা শাসকের নিকট। এরপর কেটে গেছে দীর্ঘ সাত মাস, আজ অবধি মহকুমা শাসকের দফতর থেকে ইস্যু করা হল না উত্তরজীবিতা শংসাপত্র। এই সময়কালে প্রায় প্রত্যহই বিধবা শুক্লাদেবী হাজিরা দিয়েছে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে। কিন্তু মিলছে না শংসাপত্র। এমনকী সে মহকুমা শাসককে চিঠি দিয়ে এমন আবেদনও জানিয়েছে যে, তার শংসাপত্র দেওয়া সম্ভব না হলে তা কেন ● এরপর দুইয়ের পাড়ায়



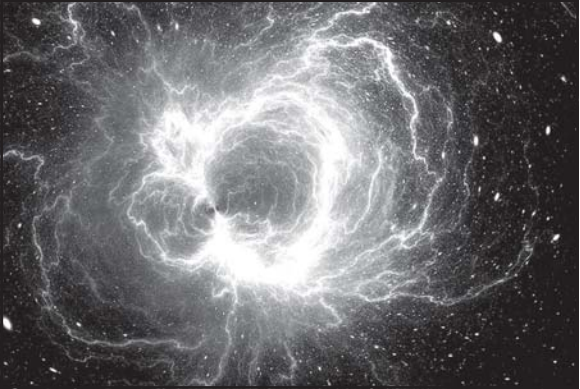
সপ্তম রাজ্যভিত্তিক তবলা উৎসবের উদ্‌বোধনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করছেন সুরত চক্রবর্তী ও অন্যান্যরা।				
<div> <div> </div> <div> </div> </div> <div> <div> <div>ত্রিপুরা সরকার</div> <div>শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর</div> <div>খেজুর বাগান, আগরতলা-৭৯৯০০৬</div> </div> <div> <div>শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises প্রকল্পের অধীনে বেকারি পণ্যের উপর স্বল্প ম্যোদি প্রশিক্ষণের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে।</div> </div> </div>				
প্রশিক্ষণ দাতা	কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণের সময়কাল	প্রশিক্ষণ ফি	প্রশিক্ষণের স্থান
শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর	বিভিন্ন ধরনের বিস্কুট, কেক, ব্রেড ও অন্যান্য বেকারী সামগ্রী তৈরির এবং এই পণ্যগুলির আধুনিক ও প্রচলিত প্যাকেজিং কৌশল।	৬০ ঘণ্টা ৬ থেকে ৭ দিন।	বিনামূল্যে	শহীদ ভগত সিং যুব ছাত্রাবাস, খেজুর বাগান, জিজ্ঞার হোটেলের কাছে।
<b>প্রার্থীদের নিম্নলিখিত যোগ্যতাবলী থাকতে হবে :</b> <b>প্রশিক্ষার্থী</b> : : যে কোনও ব্যক্তি, উদ্যোগের মালিক, স্বনির্ভর গ্রুপের সদস্য, সমবায় সদস্য, কৃষক উৎপাদক সংস্থার সদস্য/ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের শ্রমিকরা। <b>বয়স</b> : : ন্যূনতম আঠার বছর। <b>অভিজ্ঞতা</b> : : খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত বিষয়ে আগ্রহী প্রার্থীরা সাদা কাগজে সংক্ষিপ্ত ব্যয়োজটা, রেশন কার্ড এবং আধার কার্ডের কপি সহ যোগাযোগ করুন অথবা ই-মেইল করুন। trainingbeneficiary@gmail.com <b>সম্ভাব্য প্রশিক্ষণের তারিখ</b> : <b>আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ</b> : : ৫ই জানুয়ারি ২০২২ <b>বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন,</b> State Project Management Unit, PMFME scheme শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, খেজুর বাগান, জিজ্ঞার হোটেলের পাশে আগরতলা-৭৯৯০০৬ অধিকর্তা শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর,				
ICA/D/1581/22				



## জানা অজানা

## প্রতিপদার্থের আরও তিন দিক

**নিজেই নিজের প্রতিপদার্থ:** পদার্থের কণা ও প্রতিপদার্থের কণাদের চার্জের ধর্ম ভিন্ন। তাই সহজেই এদের আলাদা করা যায়। কিন্তু রহস্যময় একটি কণা আছে, যার কোনো চার্জ নেই এবং কোনো কিছুর সঙ্গে বিক্রিয়া কিংবা মিথস্ক্রিয়া করে না। কণাটি নিউট্রিনো। এটি বাধাহীনভাবে লাখ লাখ কিলোমিটার অতিক্রম করে যেতে পারে। এক লাখ কিলোমিটার চওড়া একটি লোহার খণ্ডের মাঝ দিয়ে যদি একগুচ্ছ নিউট্রিনোকে যেতে দেওয়া হয়, তাহলে তারা অনায়াসেই লোহাকে পেরিয়ে যাবে। নিউট্রিনোর আরও কিছু রহস্যময়তা আছে। নিউট্রিনোর এ রকম বৈশিষ্ট্য দেখে বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করেন, নিউট্রিনো নিজেই তার প্রতিকণা। যেসব কণা নিজেই নিজের প্রতিকণা, তাদের বলা হয়, ম্যাজুরানা কণা। স্যানফোর্ড আন্ডারগ্রাউন্ড রিসার্চ ফ্যাসিলিটি এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এ নিয়ে গবেষণা চলেছে। তাদের ম্যাজুরানা ডেননস্ট্রেশন ও EXO—২০০ প্রকল্পের মাধ্যমে দেখা হচ্ছে নিউট্রিনো আসলেই নিজের প্রতিকণা কি না। কিছু পরমাণু আছে, যারা নিজে নিজেই ক্ষয়ে যায় এবং তেজস্ক্রিয়তা ছড়ায়। এ ধরনের পরমাণুকে বলে তেজস্ক্রিয় পরমাণু। কিছু তেজস্ক্রিয় পরমাণু তাদের ক্ষয়ের সঙ্গে এক জোড়া ইলেকট্রন ও এক জোড়া নিউট্রিনো অবমুক্ত করে। নিউট্রিনো যদি নিজেই তার নিজের প্রতিকণা হয়, তাহলে অকমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরস্পরকে ধ্বংস করে দেবে। আর পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখব বাকি রয়েছে শুধু দুটি ইলেকট্রন। এই পরীক্ষা যদি ঠিকভাবে করা যায়, তাহলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে মহাবিশ্বের নানা রহস্যের উত্তর। ওই যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় অল্প কিছু পদার্থ ত্যকে গিয়েছিল, তার ব্যাখ্যাও হয়তো পাওয়া



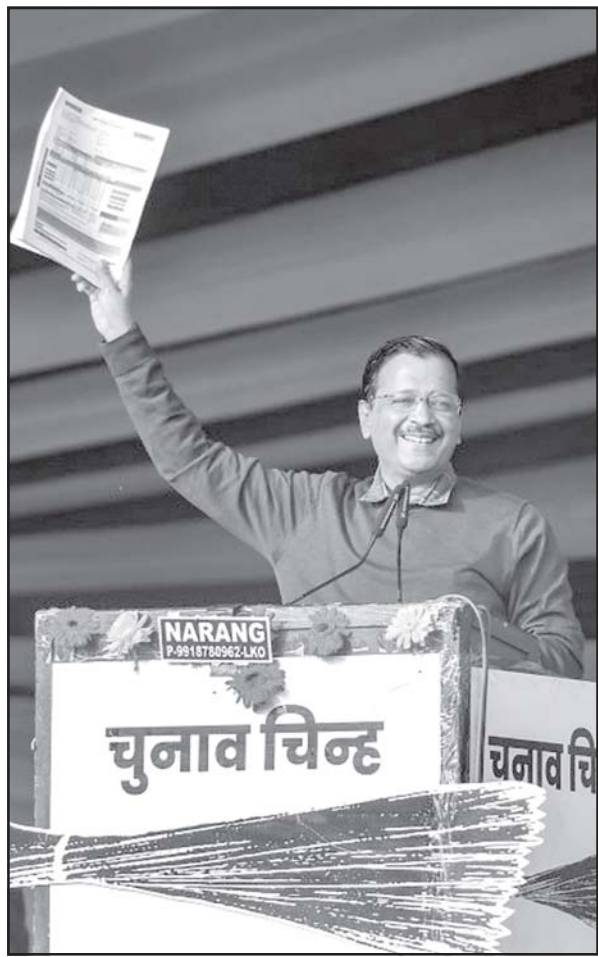
যাবে নিউট্রিনোর মাঝে। **চিকিৎসায় প্রতিপদার্থ:** চিকিৎায় জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি যন্ত্র হলো পিট (PET) স্ক্যান। দেহের অভ্যন্তরের খুঁটিনাটি জানতে, মস্তিষ্কের গঠন দেখতে, হৃৎপিণ্ডের কার্যপ্রণালির খবর রাখতে এর সাহায্য নেওয়া হয়। পিট হলো Positron Emission Tomography। নামের মধ্যেই প্রতিকণা আছে। ইলেকট্রনের বিপরীত কণা পজিট্রন। বেশ কিছু তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আছে, যারা বিকিরণের মাধ্যমে পজিট্রন অবমুক্ত করে (যেমন কলার মধ্যে থাকা পটাশিয়াম-৪০ আইসোটোপ)। মানবদেহে তেমন ক্ষতি করে না এমন কিছু তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ হলো,

অক্সিজেন-১৫, ফ্লোরিন-১৮, কার্বন-১১ ও নাইট্রোজেন-১৩। এগুলো আবার যুক্ত থাকে গ্লুকোজ কিংবা এ-জাতীয় উপাদানের মধ্যে। ইনজেকশনের মাধ্যমে রক্তের সেসব উপাদান পৌঁছে দিলে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ চলে যাবে রক্তের প্রবাহে। সেখানে তার স্বভাবসুলভ পজিট্রন নিঃসরণ করবে। সে পজিট্রন আবার বিক্রিয়া করবে দেহের ইলেকট্রনের সঙ্গে। পজিট্রন ইলেকট্রন মিলে ধ্বংস করে দেবে একে অন্যকে। এই ঘটনার ফল হিসেবে নির্গত হবে গামা রশ্মি (ফোটন)। এই গামা রশ্মিকে শনাক্ত করবে পেট স্ক্যানারের ডিটেক্টর। সেখান থেকে বিশ্লেষণ করে জানা যায় দেহের অভ্যন্তরের স্বরূপ। প্রতিপদার্থের কণারা দেহকে তাহলে পুড়িয়ে ফেলবে না? তাই ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। এখানে তৈরি হওয়া প্রতিকণার পরিমাণ আসলে খুবই কম এবং উৎপন্ন হওয়া শক্তির পরিমাণও খুব নগণ্য। আমাদের দেহ ক্রমবর্ধি প্রায় সব সময়ই প্রতিকণা উৎপন্ন করে চলেছে। **সায়েন্স ফিকশন থেকে বাস্তব:** পদার্থ ও প্রতিপদার্থ একত্র হলে ধ্বংস করে দেয় একে অন্যকে। আর তৈরি করে বিপুল পরিমাণ শক্তি। নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তির তুলনায় প্রতিপদার্থের শক্তি কয়েক হাজার গুণ বেশি। সাধারণ জ্বালানির তুলনায় দুই বিলিয়ন গুণেরও বেশি। সায়েন্স ফিকশন লেখকেরা প্রায়ই শক্তির উৎস হিসেবে প্রতিপদার্থকে ব্যবহার করেছেন। মহাকাশযানে মজুত থাকবে প্রতিপদার্থ, সেখানে সংস্পর্শ ঘটানো হবে পদার্থের। দুইয়ে মিলে তৈরি হবে অকল্পনীয় শক্তি। এই শক্তি ব্যবহার করে অতিক্রান্ত গতিতে ভরতর করে এগিয়ে যাবে মহাকাশযান। অল্প সময়ে পার হয়ে যাবে আলোকবর্ষের পর আলোকবর্ষ। শুনতে খুব কম প্রদক্ষ হলেও বাস্তবতা বহুদূর। তবে বহুদূরের হলেও একদমই যে কিছু পাওয়া যাবেনা তা নয়।

তাত্ত্বিকভাবে মহাকাশের জ্বালানি হিসেবে প্রতিপদার্থকে ব্যবহার করা সম্ভব। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সেই কাজে ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ প্রতিপদার্থ সংগ্রহ করবে কীভাবে? এখন পর্যন্ত এমন কোনো যন্ত্র তৈরি হয়নি, যা দিয়ে প্রতিপদার্থ সংগ্রহ করা যাবে কিংবা প্রতিপদার্থ তৈরি করা যাবে। বিজ্ঞানীরা এ দিকটি নিয়ে কাজ করছেন। প্রতিপদার্থের সংগ্রহ ও জ্বালানি হিসেবে প্রতিপদার্থের ব্যবহার নিয়ে উটুমানের বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করছেন। কোনো একদিন যদি সায়েন্স ফিকশনের কল্পনা বাস্তবে আলোর মুখ দেখে, তাহলে তাদের এসব গবেষণা কাজে আসবে নিঃসন্দেহে। সুত্রে: সিমিটি ম্যাগাজিন ও এমআইটি টেকনোলজি রিভিউ

## বুস্টার ডোজ প্রতিরোধ ক্ষমতা ৮৮ শতাংশ বাড়ায়

লন্ডন, ২ জানুয়ারি।। করোনা টিকার তৃতীয় ডোজ নতুন ভ্যারিয়েন্ট গুমিক্রন প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে ৮৮ শতাংশ। সম্প্রতি ব্রিটেনের এক গবেষণা এমনই তথ্য প্রকাশ করেছে। ইউকে হেলথ সিকিউরিটি এজেন্সি এই গবেষণার ফলগুলি একত্রিত করে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। মলিকিউলার মেডিসিনের অধ্যাপক এবং স্ক্রিপস রিসার্চ ট্রান্সলেশনাল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর এরিক টপোল জানিয়েছেন যে, প্রায় ছয় মাস পরে গুমিক্রনের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা ৫২ শতাংশে নেমে আসে। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় শট নিলেও এই কার্যকারিতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকবে। তাই প্রয়োজন তৃতীয় ডোজ বা বুস্টার শট। গবেষণা বলছে, তৃতীয় বা বুস্টার ডোজ যথেষ্ট পরিমাণে ইমিউনিটি ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর তা জটিল আকার ধারণ করার ঝুঁকি কমিয়ে দেয় এই তৃতীয় ডোজ। এছাড়াও সাধারণ সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয়। এরিক টপোল একটি টুইটে বলেন যে, দ্বিতীয় ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা ৫২ শতাংশ কমে যায় ছয় মাস পরে। সেখানে ৩য় ডোজের পরে ৮৮ শতাংশ বেড়ে যায়। তবে টিকা



লখনউ-এ আম আদমি পার্টির 'মহাযাত্রা'তে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল।

## দাম প্রায় ৫০০ কোটি! ব্যাঙ্কের লকার থেকে উদ্ধার আট সেমির শিবলিঙ্গ

**চেন্নাই, ২ জানুয়ারি।।** ব্যাঙ্কের লকার থেকে ৫০০ কোটি মূল্যের পান্নার শিবলিঙ্গ উদ্ধার করল সিআইডি। এই বিপুল মূল্যের শিবলিঙ্গকে ঘিরে হইচই পড়ে গিয়েছে চেন্নাইয়ের তান্ত্রাভূরে। চেন্নাইয়ের সিআইডি আধিকারিকরা গোপন সূত্রে খবর পান তান্ত্রাভূরের এক ব্যক্তির কন্ডার রয়েছে প্রাচীন একটি শিবলিঙ্গ। খবর পেয়ে পুলিশের অতিরিক্ত ডিউজি কে জয়ন্তী মুরলী দলবল নিয়ে আকলানন্দনগরের এনএ সামিয়াপ্পানের বাড়িতে তল্লাশি চালান। বছর আশির সামিয়াপ্পানকে না পেয়ে তাঁর ছেলে এনএস অরুণকে পেয়ে তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ করেন সিআইডি আধিকারিকরা। তদন্তকারীদের কাছে অরুণ জানান, তাঁর বাবা ব্যাঙ্কের লকারে একটি শিবলিঙ্গ রেখে এসেছেন। কিন্তু এর থেকে বেশি কিছু জানেন না বলেও দাবি করেন তদন্তকারীদের কাছে। এর

পরই সিআইডি আধিকারিকরা হানা দেন স্থানীয় ব্যাঙ্কে। সেখান থেকে শিবলিঙ্গটি উদ্ধার করেন তাঁরা। শিবলিঙ্গটির বর্তমান বাজারদর কেমন, তা জানতেই চমকে ওঠেন তদন্তকারীরা। ওজন মাত্র ৫৩০ গ্রাম। উচ্চতা ৮ সেন্টিমিটার। বর্তমান মূল্য প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। পুলিশের অতিরিক্ত ডিউজি জানিয়েছেন, শিবলিঙ্গটি সম্ভবত দক্ষিণ ভারতেরই কোনও মন্দির থেকে চুরি করা হয়েছে। আশির দশকের শেষের দিকে বেশ কয়েকটি প্রাচীন মূর্তি এবং শিবলিঙ্গ চুরির ঘটনা ঘটেছিল। চুরি যাওয়া সেই শিবলিঙ্গগুলির মধ্যে এটি ছিল কি না তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে সামিয়াপ্পানকে জেরা করে জানানো হচ্ছে শিবলিঙ্গটি কোথা থেকে এবং কীভাবে তিনি পেয়েছেন। চুরির ঘটনায় তাঁর কোনও যোগ আছে কিনা তা-ও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

## লাইফ স্টাইল

## সাধারণ চাটুতে সহজে বানিয়ে ফেলতে পারেন এই চিজ গার্লিক ব্রেড

## মাইক্রোওয়েভ লাগবে না

ওরেগানো: আধ চামচ লঙ্কা গুঁড়ো: সামান্য গার্লিক পেস্ট: ২ চামচ নুন: প্রয়োজন মতো মরিচ গুঁড়ো: ১ চামচ সর্ষি: এক বাটি (ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, ফুলকপি ভালো করে কুচি করে কাটা) আটা: ১ চামচ তেল: প্রয়োজন মতো কীভাবে বানাবেন: চিজ: ৩ বড় চামচ দুধ: ১ কাপ

গরম করে নিন। এতে মাখন দিন। তার পরে আটা দিন। সোনালি রং হয়ে যাওয়া পর্যন্ত গরম করে চলুন। এবার এতে দুধ মেশান। হাল্কা করে খুঁটি দিয়ে নাড়তে থাকুন। নাহলে আটা ডালা হয়ে যাবে। আটায় বুদবুদ উঠলেই তার মনে সর্ষি দিয়ে দিন। এতে এবার নুন আর মরিচ মিশিয়ে দিন। ৩ মিনিট রান্না করুন। পাউরুটিতে লাগানোর জন্য পেস্ট তৈরি। এবার পাউরুটি ও পরে এই

মিশ্রণটি লাগান। তার সঙ্গে মাখন, গার্লিক পেস্ট, লঙ্কা গুঁড়ো, মরিচ, ওরেগানোও লাগান। এবার একটা চামচ দিয়ে ভালো করে ছড়িয়ে লাগিয়ে নিন। এর পরে কড়াই বা চাটুতে অল্প তেল দিয়ে দিন। গরম করতে থাকুন। এর ওপরে পাউরুটিগুলো রাখুন। ২ মিনিটের জন্য অল্প আঁচে রেখে, ঢাকা দিয়ে দিন। ২ মিনিট পরে আপনার চিজ গার্লিক ব্রেড তৈরি।



কলকাতা, ২ জানুয়ারি।। রাজ্যে কোভিড সংক্রমণ বাড়ছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সোমবার থেকে কিছু কিছু বিধিনিষেধ ঘোষণা করা হতে পারে তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী একগুচ্ছ নির্দেশিকা ঘোষণা করলেন। কোভিড পরিস্থিতিতে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত এই বিধিনিষেধগুলি বহাল থাকবে। বিধিনিষেধের আওতা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে খাবার এবং প্রয়োজনীয় জিনিসের হোম ডেলিভারিতে। তবে সবক্ষেত্রে অবশ্যই কোভিড বিধি মেনে চলতে হবে। পিছিয়ে দেওয়া হল দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। ২ জানুয়ারির পরিবর্তে তা শুরু হবে ১ ফেব্রুয়ারি। রাজ্যে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। তিনি বলেন, “সোমবার থেকে ব্রিটেনের কোনও বিমানকে শহরে নামতে দেওয়া হবে না।” সোমবার থেকে রাজ্যের সব স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে। বন্ধ

## বন্ধ স্কুল কলেজ আংশিক বন্ধ ট্রেন

থাকবে সুইমিং পুল, স্পা, জিম, বিউটি পার্লার, সেন্সু। বন্ধ থাকবে সমস্ত রকম বিনোদন পার্ক, চিড়িয়াখানা, পর্যটন কেন্দ্র। সোমবার সন্ধ্যা ৭টার পর থেকে বন্ধ থাকবে সমস্ত লোকাল ট্রেন। ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে চলবে মেট্রো এবং লোকাল ট্রেন। তবে চলবে দূরপাল্লার ট্রেন। সমস্ত সরকারি অফিসে ৫০ শতাংশ কর্মী নিয়ে কাজ করতে হবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম মানতে হবে। ৫০ শতাংশ লোক নিয়ে খোলা রাখা যাবে শপিংমল এবং বাজার। রাত ১০টার পর আর খোলা যাবে না শপিং মল, বাজার। মোট আসনের ৫০ শতাংশ দর্শক নিয়ে চালানো যাবে সিনেমা হল, থিয়েটার। রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে। বিয়ে এবং সমস্ত রকম



সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ৫০ জনের বেশি লোকের জমায়েত নয়। অস্তান্তিক্রিয়ায় ২০ জনের বেশি লোক যেতে পারবেন না। রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত কঠোর বিধিনিষেধ জারি থাকবে। কোনও রকম জমায়েত করা যাবে না। মাস্ক না পরলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে জরুরি পরিস্থিতিতে বিধিনিষেধের আওতা বাইরে রাখা হয়েছে। সর্বাধিক ২০০ জন বা কোনও সভা-গৃহের মোট আসনের ৫০ শতাংশের বেশি লোক নিয়ে সভা-সমাবেশ এবং বৈঠক করা যাবে না।

## খারাপ আবহাওয়া ফ্যাক্টর বিপিন রাওয়াতের চপার দুর্ঘটনার তদন্ত শেষ পর্যায়ে

**নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি।।** ভারতের প্রথম সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াত তাঁর স্ত্রীসহ ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল তামিলনাড়ুতে বায়ু সেনার চপার দুর্ঘটনায়। সেই ঘটনার তদন্ত প্রায় শেষ পর্যায়ে। কিন্তু এখনও তদন্তের রিপোর্ট নিয়ে বিস্তারিত কোনও কিছুই জানায়নি কেন্দ্রীয় সরকার। মুখ্য বন্ধ রেখেছে সেনাবাহিনী। কিন্তু সূত্রের খবর, সিডিএস বিপিন রাওয়াতের চপার দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হতে পারে খারাপ আবহাওয়া। খারাপ আবহাওয়ার কারণে দৃশ্যমানতা কমে আসছিল। সেই কারণেই ভিডিআইপি চপারটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। পাইলট-ক্রুটি দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ কিনা, পাহাড়ি এলাকার মেঘের মধ্যে কাজ করার যেসব নিয়মগুলি মানার কথা সেগুলি মানা হয়েছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হয়েছে। কিন্তু সেই সম্পর্কে কোনও বিবৃতি বা ব্যাখ্যা এখনও দেয়নি বায়ু সেনার চপার দুর্ঘটনার তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেশের শীর্ষস্থানীয়

হেলিকপ্টার পাইলট এয়ার মার্শাল মানবেন্দ্র সিং। কোর্ট অব ইনকোয়ারিতে মনে করা হয়েছে ৪ ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর নীলগিরিতে এমআই-১৭ভিএ বিমানটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। সেটির পাইলট দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন। সেইসময় উড়ানের কারণে তড়িঘড়ি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। তাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটে বলেও মনে করা হচ্ছে। এটিকে সিএফআইটি বা ভূখণ্ডে নিয়ন্ত্রিত ফ্লাইট হিসেবে মনে করা হয়। সূত্রের খবর, তদন্তে প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা যান্ত্রিক গোলযোগের সম্ভাবনা পুরোপুরি বাতিল করে দিয়েছে। কারণ বলা হয়েছে হেলিকপ্টারটি অবতরণের মাত্র ৭ মিনিট আগেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। তদন্ত দলটি বর্তমান প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার জন্য বিমান বাহিনীর আইন বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করেছে। আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে এয়ার চিফ মার্শাল ভিআর চৌধুরীর কাছে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## ডিসেম্বরে জিএসটি সংগ্রহ নেমে গেল ১.৩ লক্ষ কোটি টাকার নিচে

**নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি।।** ১.৩ লক্ষ কোটি টাকার নিচে নেমে গেল ডিসেম্বর মাসের গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স বা জিএসটি সংগ্রহ। তবে, এই নিয়ে টানা ষষ্ঠ মাস জিএসটি থেকে আয় ১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি রয়েছে। ডিসেম্বর মাসে ভারতের জিএসটি সংগ্রহ হয়েছে ১, ২৯, ৭৮০ কোটি টাকা, গত তিন মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। তবে, ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে অর্থাৎ প্রাক-কোভিড মহামারির সময়ে জিএসটি সংগ্রহ যা ছিল, তার থেকে সামনের দুই বছরে ২৬ শতাংশ বেড়েছে এবং ২০২০ সালের ডিসেম্বরের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, গত বছরের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেড়েছে জিএসটি সংগ্রহ। ২০২১-এর ডিসেম্বরে পণ্য আমদানি থেকে আয় ২০২০ সালের তুলনায় ৩৬ শতাংশ বেশি হয়েছে। আর, পরিষেবার আমদানি-সহ অভ্যন্তরীণ লেন-দেনগুলি থেকে গত বছরের একই মাসের তুলনায় আয় বেড়েছে ৫ শতাংশের বেশি। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, ডিসেম্বরে জিএসটি সংগ্রহ আসলে নভেম্বরের লেন-দেনগুলিকে প্রতিফলিত করে। অক্টোবরের তুলনায় নভেম্বর মাসে ই-ওয়ে

বিলের সংখ্যা ১৭.৫ শতাংশ কমলেও, সব মিলিয়ে জিএসটি সংগ্রহ হয়েছে ১.৩ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি। অক্টোবরে, ৭.৪ কোটি ই-ওয়ে বিল হয়েছিল, ফলে নভেম্বরে সরকারের আয় হয়েছিল ১, ৩১, ৫২৬ কোটি টাকা। নভেম্বরে ই-ওয়ে বিল কমে পঁড়ায় ৬.১ কোটিতে। কিন্তু রাজস্ব আদায় কমেছে মাত্র ১.৩৩ শতাংশ। মন্ত্রক জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় কর কর্তৃপক্ষের উন্নত কর সম্মতি এবং উন্নত কর প্রশাসনের কারণেই রাজস্ব আদায় খুব একটা কমেনি। ২০১৭ সালের জুলাই মাসে পরোক্ষ কর ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে ২০২১ সালের নভেম্বরে জিএসটি বান্দ কর সংগ্রহ ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। অর্থমন্ত্রক আরও জানিয়েছে, ২০২১-২২’এর শেষ ত্রৈমাসিকে জিএসটি এবং “ইতিবাচক প্রবণতা” অব্যাহত রাখার আশা জাগিয়েছে। চলতি বছরের প্রথম দুই ত্রৈমাসিকের গড় মাসিক জিএসটি সংগ্রহ ছিল যথাক্রমে ১, ১০ লক্ষ কোটি এবং ১.১৫ লক্ষ কোটি টাকা। অন্যদিকে, তৃতীয় ত্রৈমাসিকে গড় রাজস্ব সংগ্রহ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৩০ লক্ষ কোটি টাকা।

● এরপর দুইয়ের পাতায়



# রণক্ষেত্র উমাকান্ত, কার্ঠগড়ায় টিএফএ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারিঃ ফুটবল মানেই উত্তেজনা। উত্তেজনাহীন ফুটবল কল্পনাই করা যায় না। গোটা পৃথিবী জুড়েই এই ছোট চামড়ার গোলককে কেন্দ্র করে কোটি কোটি মানুষের উদ্‌যাদনা। মাঠের ভেতরের উত্তেজনার আঁচ পেড়ে দর্শক গ্যালারিতেও। দর্শকরা মাঝে মাঝেই তাই উন্মত্ত হয়ে উঠে। সুতরাং সর্বাত্মে গ্যালারির দর্শকদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মাঠের উত্তেজনার সাথে তারা একাত্ম হয়ে উঠে বলেই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এই কারণেই তো ফুটবল এতো রোমাঞ্চকর। পরিস্থিতি তয়্যাহহ আকার ধারণ করে তখনই যখন পরিচালকরা অপদার্থ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পরিচালকরা যদি ঠিকভাবে নিজেদের কাজটা করতে পারেন তবে ছোট ছোট ঘটনাগুলি সহজেই এড়িয়ে চলা যায়। রবিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার বনাম



রণক্ষেত্র উমাকান্ত মাঠের গ্যালারি। গুটি কয়েক টিএসআর জওয়ান উত্তেজিত দর্শকদের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছেন।

এগিয়ে চল সংঘ-র ম্যাচে একটা সময় মাঠ রণক্ষেত্র হয়ে উঠে। শুধুতই দক্ষতার সাথে সেই বামেলা মিটিয়ে ফেলা যেতো। কিন্তু রাখাল শিল্প নকআউট কমিটির সচিবকে ধারে-কাছেই দেখা

পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তৎকালীন রাখাল শিল্প নকআউট কমিটির সচিব ছিলেন রাজীব ঘোষ। একক দক্ষতায় গোটা মাঠকে শান্ত করেছিলেন। এরপর নির্বিঘ্নে শেষ হয় ম্যাচ। এবার কিন্তু সেই



রাখাল স্মৃতি শিল্প উদ্বোধনে টিএফএ-র কর্মকর্তাদের জুমলা ভাষণ। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচেও গ্যালারি ফাঁকা।

ভূমিকায় কাউকেই দেখা গেলো না। পুলিশ ছিল অবশ্যই মাঠে। তবে সংখ্যায় তারা যথেষ্ট নয়। ডিউটি করতে এলেও মূলতঃ তারা ছিল রিল্যাক্সিং মুডে। তাই অতি সামান্য ঘটনাই একটা সময় বড় আকার

ধারণ করে। দ্বিতীয়ার্ধের সবে ১৫ মিনিট গড়িয়েছে ম্যাচ। এই সময় মাঠের পশ্চিম প্রান্তে এগিয়ে চল সংঘের সমর্থকরা যেখানে বসেন সেখানেই বামেলা শুরু হয়। এরপর উত্তর প্রান্তের গ্যালারি থেকে বাঁকে

উৎসাহী সমর্থকের মুখে আবার রাজনৈতিক বিভাজনের কথাও শোনা গেলো। কিছু সময় পর পুলিশ এসে কি করলো? হাতজোড় করে উত্তেজিত সমর্থকদের অনুরোধ করতে থাকলো। দুই ক্লাবের কর্মকর্তা এবং টিএফএ-র কয়েকজন এসে পরিস্থিতি সামাল দিলেন। এরই মাঝে লালবাহাদুরের কয়েকজন সমর্থক গোট খোলা পেয়ে মাঠেও ঢুকে পড়েন। একটা ভয়ঙ্কর অ ঘটন ঘটে যায়। যদিও তাদের বের করে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রস্ত উঠবেই টিএফএ-র এই ভূমিকা নিয়ে। উচ্ছৃঙ্খল দর্শকরা যে কোন সময় মাঠে প্রবেশ করলে ফুটবলারদের নিরাপত্তাই তো বিঘ্নিত হবে। রাখাল শিল্প নকআউট কমিটির অবশ্যই এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা উচিত। মাঠে একটি সাধারণ মানের ম্যাচ অথচ উচ্ছৃঙ্খল দর্শকদের কারণে সেই মাঠই হয়ে উঠলো রণক্ষেত্র। ফুটবলের রোমাঞ্চের সাথে এটা কিন্তু খাপ খায় না।

## রাখাল শিল্পের সূচিতে পরিবর্তন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারিঃ রাখাল শিল্পের সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। দেশের প্রধামন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ত্রিপুরা সফরে আসছেন। ফলে আগামী ৪ জানুয়ারি পূর্ব নির্ধারিত সেমিফাইনাল ম্যাচ হবে না। এই সেমিফাইনাল ম্যাচটি অন্তর্নুষ্ঠিত হবে আগামী ৬ জানুয়ারি। ম্যাচে বিরেক্স ক্লাব বনান এগিয়ে চল সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। তবে আগামীকালের সেমিফাইনাল ম্যাচটি যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে। দুপুর দেড়টায় ফরোয়ার্ড ক্লাব বনাম জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন এই ম্যাচে মুখোমুখি হবে। ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৯ জানুয়ারি। রাখাল স্মৃতি নকআউট কমিটির সচিব কৃষ্ণদেব সরকার এই সংবাদ জানিয়েছেন।

## শিউলি-র দাপটে ফাইনালে চ্যাম্পামুড়া

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারিঃ আমন্ত্রণমূলক মহিলা টুয়েন্টি-২০ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠলো চ্যাম্পামুড়া। রবিবার এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ৪ উইকেটে হারালো খোয়াইকে। শিউলি চক্রবর্তী-র দায়িত্বশীল ব্যাটি চ্যাম্পামুড়াকে জয় এনে দেয়। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে খোয়াই ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ৮৭ রান করে। পূজা পাল সর্বোচ্চ ২০ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে চ্যাম্পামুড়া ১৮ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। ৩৭ রানে অপরাজিত থাকে শিউলি চক্রবর্তী। ফাইনালে তারা খেলবে এগিয়ে চল সংঘের বিরুদ্ধে।

## চ্যাম্পামুড়ার চোখের মণি এখন আনন্দ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারিঃ চলতি মরশুমেই সিকে নাইডু ট্রফিতে সুযোগ পাওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী আনন্দ ভৌমিক। সন্ধ্যাসাণ্ড কোচবিহার ট্রফিতে অসাধারণ খেলেছে। একটি শতরান এবং দুইটি অর্ধ শতরান বেরিয়ে এসেছে তার ব্যাট থেকে। তবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী আনন্দ এখানেই থেমে থাকতে চায় না। ধাপে ধাপে পৌঁছাতে চায়। এরপর সিকে নাইডু, সিনিয়র দল পেরিয়ে আইপিএল খেলার স্বপ্ন দেখছে। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, এটা অসম্ভব কিছু নয়। কারণ আনন্দ এমন একজন ব্যাটসম্যান যে নীমিত ওভার কিংবা দিবসীয় সমস্ত ফরম্যাটের ক্রিকেটে একইভাবে ব্যাটিং করে যায়। অর্থাৎ রান করাটাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। উইকেটে টিকে থেকে বল নষ্ট করার মতো মানসিকতা নেই। একেবারে আধুনিক ক্রিকেটের সাথে খাপ খাওয়ানো ক্রিকেটার। ১২ বছর বয়সে চ্যাম্পামুড়া কোটিং সেন্টারে ভর্তি হয়। কর্ণ দেবনাথ,



সুযোগ পেয়ে যায়। ২০১৯-এও সুযোগ কেয়েছিল অনূর্ধ্ব ১৯ দলে। নিজের প্রতিভার সেরকম বিজ্ঞরূপ ঘটাতে পারেনি। এবার ভিনু মানকড় ট্রফিতেও সাফলা পায়নি। কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিল। তবে টিসিএ কখনই আনন্দ-র উপর আস্থা হারায়নি। তাই কোচবিহার ট্রফিতে তাকে নেতৃত্বের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। এর পরই চমক জাগানো পারফরম্যান্স। স্বভাবতই চ্যাম্পামুড়ার আনন্দ-কে এক থাকায় অনেকটা উপরে তুলে দিলো। বাবা বিবেকানন্দ ভৌমিক বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। তবে ছেলেকে ক্রিকেট নিয়ে কখনই নিরুৎসাহিত করেননি। ফলে ১২ বছর বয়স থেকেই নিজেকে ক্রিকেটার হিসাবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করে। বলতেই হবে, তার চেষ্টা সাফল্যের মুখ দেখছে। এই বছর কোচবিহার ট্রফিতে রাজ দলের ব্যাটসম্যানরা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সেখানে ক্রমশঃ উজ্জ্বল ভূমিকায় দেখা গেছে আনন্দ-কে। প্রায় সাড়ে তিনশো-র কাছাকাছি রান করেছে।

●এরপর দুইয়ের পাভায়

## নবরূপ সংঘ হারালো কদমতলাকে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ জানুয়ারিঃ ধর্মনগর প্রতিনিধি। ধর্মনগর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে রবিবার বিবিআই মাঠে নবরূপ সংঘ ৮ উইকেটে কদমতলা প্লে সেন্টার (বি)কে পরাজিত করে। সকালে টেস জরী হয়ে কদমতলা প্লে সেন্টার ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু নবরূপ সংঘের বোলিংয়ের কাছে এক এক করে তারা ভেঙ্গে পড়ে। নির্ধারিত ৪০ ওভারের খেলায় মাত্র ২২.১ ওভারে ৫৪ রানে সবাই আউট হয়ে যায়। কেউ দুই অর্ধের রান করতে পারেনি। নবরূপের পক্ষে শাকিল আলী সাত ওভারে ১৩ রানে চারটি উইকেট দখল করে, পরিতোষ পাল দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নবরূপ সংঘ দুই উইকেটের বিনিময়ে ৫৫ রান করে জরী হয়। দলের পক্ষে শাকিল আলী ১৮ রানে অপরাজিত থেকে যায়। শাকিল আলীকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত করা হয়।



## রাজ্য সরকারের ৪৫ মাসেও

## স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির সাথে বৈঠক হয়নি পর্ষদ চেয়ারম্যানের

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারিঃ নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী দায়িত্ব নিচ্ছেন কয়েক মাস হয়ে গেছে। ক্রীড়া পর্ষদের সর্বিধান মতো পর্ষদের চেয়ারম্যানের হবেন ক্রীড়ামন্ত্রী। ফলে ক্রীড়ামন্ত্রী রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও নিয়েছেন কয়েক মাস। কিন্তু আগের ক্রীড়ামন্ত্রীর মতোই নাকি এখন পর্যন্ত বর্তমান ক্রীড়ামন্ত্রী তথা ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যানের সময় হয়নি রাজ্যের সবকয়টি স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাকে নিয়ে একদিন বৈঠক করার। অভিযোগ, রাজ্যের বর্তমান সরকারের ৪৫ মাস হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত নাকি রাজ্যের সমস্ত স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে নিয়ে একদিন বৈঠক করেননি ক্রীড়ামন্ত্রী বা ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যান। ফলে স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির বিভিন্ন দাবি নিয়ে নাকি একদিনও আলোচনা হয়নি। অভিযোগ, এক ক্রীড়া নীতির কথা বলে গত প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে নাকি রাজ্যের স্বশাসিত ক্রীড়া।

সংস্থাগুলিকে আর্থিকভাবে এক প্রকার পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। ফলে সরকারিভাবে আর্থিক সাহায্য না পেয়ে স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির যেমন জোঁতা আসর, রাজ্য আসরের ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যা হচ্ছে তেমনি জাতীয় আসরে দল পাঠাতে গিয়ে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের কাছ

থেকে মোটা টাকা নিতে হচ্ছে। যদিও বাম আমলে নাকি স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির মধ্যে যারা ক্রীড়া পর্ষদের অনুমোদিত তারা বছরে একটা ভালা টাকা অনুদান হিসাবে পেতো। কিন্তু এখন সরকার বদলে সব কিছু পাল্টে গেছে। এখন নাকি ক্রীড়া পর্ষদের

## মেসি করোনা-আক্রান্ত

প্যারিস, ২ জানুয়ারি। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন লিয়োনেল মেসি। পিএসজি দলের আরও তিন ফুটবলার করোনা আক্রান্ত। পিএসজি-র তরফে জানানো হয়েছে তাঁরা হলেন বেরনাত, সার্জিয়ো রিকো এবং নাথান বিটুমাঞ্জালা। সোমবার ফরাসি কাপে পিএসজি-র খেলা রয়েছে। চার ফুটবলার ছাড়াও পিএসজি দলের আরও এক সাপোর্ট স্টাফ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর নাম এখনও অবধি জানানো হয়নি। শনিবার রাতেই তাঁরা করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময় পিএসজি-র তরফে কারও নাম বলা হয়নি। রবিবার জানা যায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলার এই মরসুমেই ছোটগোলার ক্লাব বার্সেলোনে ছেড়ে পিএসজি-তে যোগ দেন মেসি। সোমবার পিএসজি-র খেলা রয়েছে ফরাসি কাপে। তৃতীয় ডিভিশনের দল ভানসের বিরুদ্ধে খেলার কথা তাদের। সেই ম্যাচ হবে কি না তা এখনও জানা যায়নি। করোনা আক্রান্ত হলেও মেসি-সহ চার ফুটবলারের শারীরিক অবস্থা নিয়ে চিন্তার কারণ নেই বলেই জানিয়েছে পিএসজি। তাঁরা সকলেই নিভৃতভাবে রয়েছেন।

●এরপর দুইয়ের পাভায়

## ৫ জানুয়ারি থেকে মহিলা লিগ শুরু

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারিঃ আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে টিএফএ পরিচালিত মহিলা লিগ ফুটবল শুরু হবে। হয় দলীয় আসরে উদ্‌বোধনী ম্যাচে কিম্বা নির্নিগ্ন ক্লাব এবং চলমান সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ৭ জানুয়ারি দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল বনাম এমজিএম প্লে সেন্টার এবং ৮ জানুয়ারি বিখ্যামগঞ্জ বনাম জম্পুইজলা পরস্পরের মুখোমুখি হবে। প্রতিটি ম্যাচ শুরু হবে দুপুর আড়াইটায়। প্রথম তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে উমাকান্ত মাঠে।

●এরপর দুইয়ের পাভায়

## মধুসূদন স্মৃতি ভলিবলের ফাইনালে বিশালগড়, বিএসএফ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারিঃ ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত মধুসূদন স্মৃতি ভলিবলের ফাইনালে উঠলো বিশালগড় প্লে সেন্টার এবং বিএসএফ। রবিবার উমাকান্ত ভলিবল কোর্টে আসরের দুইটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। সকালে প্রথম সেমিফাইনালে

## টিসিএ-র চার মাঠই যখন খালি

## অনূর্ধ্ব ১৫ ও মহিলাদের একদিনের ক্রিকেট দ্রুত শুরু করার দাবি উঠলো

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারিঃ আসম অনূর্ধ্ব ১৬ জাতীয় জুনিয়র ক্রিকেট বাতিল করে দিলো বিসিসিআই। বোর্ডের এই অনূর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেটের পূর্বোক্তর জোনে ১০টি ম্যাচ আগরতলায় হওয়ার কথাও ছিল। এমবিবি স্টেডিয়াম ও পুলিশ অ্যাকাডেমি মাঠে আগামী ৯-২২ জানুয়ারি এই ১০টি ম্যাচ নির্ধারিত ছিল। কিন্তু এখন বোর্ড যেহেতু এই অনূর্ধ্ব ১৬ জাতীয় ক্রিকেট বাতিল করে দিয়েছে তাই এমবিবি স্টেডিয়াম এবং পুলিশ অ্যাকাডেমি

মাঠ এখন খালি। জানা গেছে, এই অবস্থায় আগামী ৭ জানুয়ারিতে এমবিবি-তে হবে অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটের ফাইনাল। তবে ক্রিকেট মহলের দাবি, যেহেতু আপাতত আগরতলায় জাতীয় ক্রিকেটের কোন ম্যাচ নেই এবং এমবিবি ও পুলিশ অ্যাকাডেমির মাঠ খালি তাই টিসিএ-র উচিত এখনই অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু করে দেওয়া। পাশাপাশি মহিলাদের একদিনের ক্রিকেট। এতদিন মাঠ সমস্যায় টিসিএ অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট এবং মহিলাদের একদিনের ঘরোয়া

ক্রিকেট করতে পারেনি। কিন্তু এখন তো মাঠ সমস্যা শেষ। ৭ জানুয়ারি অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে টিসিএ-র হাতে এখন কোন টার্নমেন্ট আর নেই। ক্রিকেট মহলের দাবি, যেহেতু দেশে দ্রুত ওমিক্রন ছড়িয়েছে এবং এখনও ১৫-১৮ বছরের সেভাবে টিকাকরণ শুরু হয়নি তাই টিসিএ-র উচিত অবিলম্বে অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট করে নেওয়া। ৭ জানুয়ারির পর টিসিএ-র হাতে চারটি মাঠ খালি থাকবে। ফলে অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটের ১৬ দলের চার গ্রুপের খেলা চার মাঠে করা যাবে। পাশাপাশি মহিলাদের যেহেতু টিকা নেওয়া হচ্ছে তাই অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটের পর মহিলাদেরও ঘরোয়া একদিনের ক্রিকেট শুরু করা সম্ভব। তবে ঘটনা হচ্ছে, টিসিএ এই ব্যাপারে কটুটা উদ্যোগী হবে। অবশ্য মাঠগুলি যখন খালি তখন এই সুযোগে অনূর্ধ্ব ১৫ এবং মহিলাদের একদিনের ক্রিকেট করা যেতে পারে। এই বছর এখনও অনূর্ধ্ব ১৩ ক্রিকেট হয়নি। আদৌ তা এই বছর হবে কি না জানা নেই। যেহেতু অনূর্ধ্ব ১৬ বাতিল তাই এই সুযোগে অনূর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেট করা উচিত। কেননা এই বছর যদি অনূর্ধ্ব ১৬

●এরপর দুইয়ের পাভায়



📞 9436940366

# BAPPIRAJ FURNITURE

## Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

📍 Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার

## সংবাদপত্র বিক্রেতা সমিতির দায়িত্বে দীপক



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা সংবাদপত্র বিক্রেতা সমিতির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। আগরতলার শিশু উদ্যান বিপণী বিতান মার্কেটে সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আগামী ২ বছরের জন্য নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে গত ২ বছরের হিসেব পেশ করা হয়। নতুন কমিটিতে

সদস্য সংখ্যা ১৫ জন। যাদের মধ্যে সম্পাদক হিসেবে পুনরায় দায়িত্ব পেয়েছেন দীপক বরজ। সভাপতি হয়েছেন সুব্রত রায়, কনভেনার নবী গোপাল সাহা এবং সহ-সম্পাদক কমল রায় চৌধুরী। এদিনের সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩২০ জন সংবাদপত্র বিতরক অংশ নেন। সম্মেলন সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে

সম্পাদক দীপক বরজ জানান, ডিজিটাল যুগে সংবাদপত্র শিল্প ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন। এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিনি সব অংশের মানুষের সহযোগিতা চেয়েছেন। পাশাপাশি বিপণী বিতানে তাদের জন্য একটি অফিস ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়ায় তিনি রাজ্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

## বাড়ি দখল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। রামনগর ৮নং রোডের বাসিন্দা জয়দীপ ভট্টাচার্য পশ্চিম আগরতলা থানায় এজেক্টার করে অভিযোগ করেছেন, তার বাড়িটি দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছে একাংশ। তাদের বাড়িতে তালা দেওয়া হয়েছে ওই গোষ্ঠীর তরফে। তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিযোগ করেন শংকর দাস, শিবু দাস, কৃষ্ণেন্দু মজুমদার, সজল দাস তাদের বাড়িটিতে অবৈধভাবে প্রবেশ করে তালা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, জয়দীপ ভট্টাচার্যের বাবা-মা সহ গুরুজনদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করেছে। তিনি তখনই বিষয়টি রামনগর ফাঁড়ি ও পশ্চিম আগরতলা থানাকে জানিয়েছিল। গত ৩১ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় এই ঘটনা ঘটেছে। এদিকে, বাড়ির গেটে তালা দেওয়ার ঘটনায় তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েও কোনও সুবিচার পাচ্ছেন না। তবে তিনি যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, তাদের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন, বাদল দাস নামে এক ব্যক্তি তার মোবাইলটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। বর্তমানে তারা বাড়ি ছাড়া। জয়দীপ ভট্টাচার্য গোটা বিষয়টি নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের উদ্বর্তন কন্ঠ পক্ষে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

## যান সন্ত্রাসে জখম যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। যান দুর্ঘটনায় আবারও রক্তাক্ত এক যুবক। ঘটনা খোয়াইয়ের পদ্মবিল এলাকায়। আহত যুবকের নাম বিষ্ণু কুমার দেববর্মী (৫৫)। তাকে জখম অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিষ্ণু কুমার জানিয়েছেন, তিনি পাটি অফিসে গিয়েছিলেন দুপুরে। পাটি অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় অন্যদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় একটি বাইক দ্রুত গতিতে এসে তাকে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলে তিনি গুরুতর জখম হন। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে প্রথমে খোয়াই হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে পাটিয়ে দেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালে। প্রসঙ্গত, বছরের প্রথমদিনই যান সন্ত্রাসে মৃত্যু দিয়ে শুরু হয়েছে। বছরের দ্বিতীয় দিনেও যান সন্ত্রাসে মৃত্যু এবং আহতের ঘটনা সামনে এসেছে। এদিকে, রাজ্যের ট্রাফিক এবং পুলিশ শুধুমাত্র আগরতলার ভেতরে কড়াভাবে ব্যস্ত। কিন্তু যেসব এলাকায় সবচেয়ে বেশি যান দুর্ঘটনা হচ্ছে সেখানে ট্রাফিক পুলিশ দেখা যায় না বলে অভিযোগ উঠেছে।

**সোনার বাজার দর**  
 ১০ গ্রাম : ৪৮,১৫০  
 ভরি : ৫৬,১৭৫

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

# লংতরাইয়ের গভীর খাদে পিকনিক ফেরত গাড়ি, মৃত ২ জখম ৩

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আমবাসা, ২ জানুয়ারি।। ইংরেজি নববর্ষের দিনে পিকনিকের মাধ্যমে জম্পুই পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর কমালালবুর ঝাণ আবাদনে সুবুর সিপাহিজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ থেকে পাগলপারা হয়ে ছুটে গিয়েছিলো টিনেজের অন্তিম প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচ বন্ধু। কবি সুকান্তের দুর্নিবার আঠারো বছর মান্নে না কোন বাধা, অজানাকে জানা আর অচেনাকে চেনার সৃষ্টি সুখের উজ্জাসে আঠারো সর্দাই বীধনহীন। সেই বীধনহীন উজ্জাসে বছরের প্রথম দিনে তারা যখন মায়াবী জম্পুইকে ছুঁয়ে দেখার নেশায় উন্মাদ প্রায়, তখন তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে পরদিন সকালেই তাদের জন্য অপেক্ষা করছে কত ভয়ানক পরিণতি। রবিবার সকালে জম্পুই থেকে বিশ্রামগঞ্জ ফেরার পথে লংতরাই পাহাড়ে তাদের ইকো গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যায় দেড় থেকে দুইশত ফুট গভীর খাইয়ের মধ্যে। লংতরাই পাহাড়ের নকুলবাড়ি এলাকায় কালটিলাসের কাছে ঘটে এই ভয়ানক দুর্ঘটনা। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় দুইজন। বাকি তিনজন গুরুতর

আহত। সকাল ১১ টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটলে স্থানীয় জনজাতি ছেলেকজন ছুটে আসে, আহতদের উদ্ধারের পাশাপাশি তারা খবর দেয় আমবাসার অগ্নি নির্বাপন দফতরে। অগ্নি নির্বাপনের গাড়ি এসে আহত তিনজনকে দ্রুত পৌঁছে দেয় থলাই জেলা হাসপাতালে। পরে



মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। মৃত ভ্রমণকারীরা হল রুবেন মিয়া (১৯) ও মিঠুন কুন্দপাল (১৮)। দু'জনই বিশ্রামগঞ্জের ছেচড়িমাই এলাকার বাসিন্দা। গুরুতর আহত অবস্থায় থলাই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনজন হল জয়ন্ত সরকার (১৮), নয়ন দেবনাথ (২০) এবং অজয় ভৌমিক (১৭)। দুর্ঘটনায় দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া খুনি ইকো গাড়িটির নম্বর টিআর ০৭ ডি

এসে নিজেরাই উদ্ধার কাজে হাত না লাগলে মৃত্যুর সংখ্যা আরো বাড়তে পারত। এদিকে খবর পেয়ে এদিন বিকালে থলাই জেলা হাসপাতালে ছুটে এসেছে নিহত ও আহতদের পরিবার পরিজনরা। ফলে স্বজনহারানো কান্নায় ভারি হয়েছে আকাশ-বাতাস। এখানে উজ্জেশ কবর যায় যে, গত বছরখানেক যাবৎ ৮ নং জাতীয় সড়কের আমবাসা থেকে লংতরাই

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

# দুর্গোপজোয় খুনের ঘটনায় খালাস তিন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। দুর্গোপজোয় ঘুরতে বেরিয়ে খুন হয়েছিলেন আহমেদ আলী। এই খুনের ঘটনায় খালাস পেয়ে গেলেন অভিযুক্ত আলী অর্জুন, মানিক মিয়া এবং বাহারগদ্দিন। ২০১৯ সালে তাদের খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছিল আদালত। ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড় এবং বিচারপতি আরিদ্দম লোধের ডিভিশন বৈধ খুনে অভিযুক্ত তিনজনকেই খালাস করে দেন। তিনজনেরই বাড়ি গোমতী জেলার কীকড়াবন এলাকায়। মূলতঃ খুনের ঘটনায় কোনও প্রত্যক্ষদর্শী না থাকায় খালাস পেয়ে গেছে তিন অভিযুক্ত। জানা গেছে, ২০১৬

সালের ১০ অক্টোবর কীকড়াবন থানায় খুনের ঘটনায় মামলাটি হয়েছিল। ওইদিন আহমেদ আলী পুজো দেখতে বেরিয়েছিলেন। উদয়পুর টাউনে দুর্গোপজোর মণ্ডপ দেখে এতদেব ছিল। হত্যা হঠাৎ চৌমুহনিত রাত ২টা নাগাদ দেখা গিয়েছিল। এর আগেই আহমেদ উদয়পুর টাউনে দুর্গোপজোর মণ্ডপ দেখে এতদেব ছিল। হত্যা হঠাৎ চৌমুহনিত তার সঙ্গে বগড়া করতে দেখা যায় অর্জুন আলী ওরফে আলী অর্জুন, মানিক মিয়া-সহ তিনজনকে। এই বাগড়া চলার সময় পাশ দিয়ে অটো এবং অ্যান্ডা গাড়িও গেছে। যানবাহন চলাচলের সময় যাত্রীরা তাদের বগড়া করতে দেখেছেন। কীকড়াবনের এক বাসিন্দা কবির হোসেন রাত ২টা নাগাদ ফেরার সময় একটি পাকা ড্রেনের উপর

রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন আহমেদকে। তিনি নেমে পরীক্ষা করে দেখেন মারা গেছেন আহমেদ আলী। অভিযোগ করা হয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আহমেদ আলীকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনায় কীকড়াবন থানা তিন অভিযুক্তকে খেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ৩৪ ধারায় আদালতে চার্জশিট জমা করে। গোমতী জেলার দায়রা আদালতে এই মামলার ট্রায়াল হয়। ৪২জন সরকারপক্ষে সাক্ষ্য দেন। আদালত ২০১৯ সালের ১২ জুলাই অর্জুন আলী, মানিক মিয়া এবং বাহারগদ্দিনকে দোষী ঘোষণা করে সাজা ঘোষণা করেন। তিনজনকেই খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১০

হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। তিন আসামি দায়রা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আবেদন করেন। তাদের পক্ষে আদালতে মামলায় সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী গীষু কান্তি বিশ্বাস। গুনামির পর ত্রিপুরা উচ্চ আদালত রায় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছে বৈশিষ্ট্যগত সাক্ষী হোস্টাইল হয়েছে। দোষীদেহ খুন করতে দেখেছেন এই ধরনের একটি সাক্ষীও নেই। পারিপার্শ্বিক এমন সাক্ষীও পাওয়া যায়নি যেখানে খুনের বিষয়টি সরাসরি দেখেছেন বা খুন করার আগে বা পরে প্রত্যক্ষ করেছেন। এই কথাগুলো বলে উচ্চ আদালত নিম্ন আদালত সাজাপ্রাপ্ত তিনজনকে খালাস করে দিয়েছে।

# খবরের জেরে সুযোগ পেলেন ১০৩২৩ শিক্ষকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। প্রতিবাদী কলম খবরের জেরে করণিকের পরীক্ষায় সুযোগ পেলেন ১০৩২৩ শিক্ষকরা। বাড়ানো হলো পরীক্ষায় আবেদনের তারিখও। যে কারণে ১০৩২৩ শিক্ষকরা এখন মহাকরণে করণিক পদে আবেদন করতে পারবেন। গত বছরের ৩ ডিসেম্বর টিপিএসসি'র মহাকরণে করণিক পদে ৫০টি পদের জন্য আবেদন পত্র চেয়েছিল। লিখিত পরীক্ষার জন্য আবেদন করার শেষ তারিখ ছিল ১৫ জানুয়ারি। মোট ৫০টি পদের মধ্যে দুটি পোস্ট রাখা হয়েছে প্রতিবন্ধীদের জন্য। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রাজ্য সরকারের তথ্য অনুযায়ী ১০৩২৩'র জন্য আবেদনের সুযোগ রাখা হয়নি। এনিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন মহলে। কারণ রাজ্য সরকার

১০৩২৩'র একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ১০৩২৩ শিক্ষকদের গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি চাকরির পরীক্ষায় সুযোগ দিতে বয়সের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হবে। অর্থাৎ ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরিচ্যুত সব শিক্ষকদের সুযোগ দেওয়া হবে চাকরিতে আবেদন করার। কিন্তু টিপিএসসি'র ৫/২০২১ বিজ্ঞাপনের মধ্যে করণিক পদে আবেদন সুযোগ দেওয়া হয়নি ১০৩২৩ শিক্ষকদের। এই বিজ্ঞাপনটি সবার নজরে আসতেই সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি হয়। বিজ্ঞাপনটি চ্যালেঞ্জ করে মামলার প্রস্তুতিও শুরু করেছিলেন কয়েকজন। প্রতিবাদী কলম এই খবর প্রকাশিত করেছিল। খবরের জেরে টমক নড় সেকারেরও শেষ পর্যন্ত নতুন বছরে এসে টিপিএসসি ১০৩২৩ শিক্ষকদের সুযোগ

দেওয়ার কথা জানিয়ে নতুন করে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। একই সঙ্গে আবেদনের মেয়াদ ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এদিকে টিপিএসসি'র ৬/২০২১ বিজ্ঞপ্তিতে আইসিডিএস সুপারভাইজারের ৩৬টি পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল। এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আবেদনের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। কিন্তু গ্রুপ সি পদের এই বিজ্ঞপ্তিতেও ১০৩২৩ শিক্ষকদের আবেদনের জন্য বয়সের ছাড় দেওয়া হয়নি। এই ক্ষেত্রেও বয়সের ছাড় দেওয়া দাবি উঠেছে। যদিও টিপিএসসি শুধুমাত্র করণিক পদের জন্যই ১০৩২৩ শিক্ষকদের বয়সের ছাড় দিয়েছে। অন্যদিকে, আইসিডিএস সুপারভাইজার পদে ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে টিপিএসসি'র একটি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হয়েছিল।

## জেলহাজতে বিশাল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জানুয়ারি।। দুর্গা চৌমুহনিত খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত বিশাল খুদিয়াসকে জিবিপি হাসপাতাল থেকে হাজির করা হয় আদালতে। রবিবার আদালত তাকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত জেলহাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট চেয়েছেন বিচারক। খুনের পর থেকেই বিশালকে ভর্তি করা হয়েছিল জিবিপি হাসপাতালে। তার বাড়ি ভাটি অভয়নগরের ঋষি কলোনীতে। গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর খুনের ঘটনাটি হয়েছিল। ওইদিন দুর্গা চৌমুহনিত কীর্তন চলছিল। রাত ১১টা ৪৫ মিনিট নাগাদ কীর্তনের বাইরে বিজয়ের উপর ছুরি নিয়ে আক্রমণ করে বিশাল। পেটে ছুরি মারায় মারা যান ২০ বছরের বিজয়। ঘটনাস্থলেই উত্তেজিত স্থানীয়রা বেধড়ক পেটায় বিশালকে। তাকে ভর্তি করা হয় আইজিএম হাসপাতালে। সেখান থেকে পাটিয়ে দেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে রবিবারই ছাড়া পায় বিশাল। তাকে পাঁচদিনের রিমান্ড চেয়ে রবিবার পশ্চিম জেলার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম শ্রেণি) অয়ন চৌধুরীরা কোর্টে হাজির করা হয় বিশালকে। খুনের অভিযোগে বিশালের পাঁচদিনের রিমান্ড চায় পশ্চিম থানা। বিচারক অবশ্য এদিন রিমান্ড দেননি, কারণ মামলায় কেইস ডায়েরি জমা করেনি পুলিশ। কেইস ডায়েরি জমা করার পরই রিমান্ডের বিষয়টি নিয়ে আদেশ দেবে আদালত। এখন পর্যন্ত পুলিশ এটা জানাতে পারেনি বিশাল খুনের সময় কোথায় থেকে ছুরিটি পেয়েছিল। তদন্তকারী অফিসার রাজীব অধিকারী খুনের মূল কারণও জানতে বিশালের রিমান্ড চেয়েছেন।

## সমস্যার সমাধান

মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট



**বাবা আমিল সুফি**  
 প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহ বাধা, সতীন্দ্র ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুণবিদ্যা কাল্যাদি, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।  
**CONTACT**  
 9667700474

## ইভটিজিং-এর অভিযোগে গণধোলাই নাগরিকদের



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ জানুয়ারি।। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে উদ্দেশ্য করে কটুক্রি এবং দুর্ব্যবহারের অভিযোগে যুবককে গণধোলাই দেয় বিলোনিয়ার বনকর এলাকার নাগরিকরা। সাক্ষর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আগরতলাগামী ট্রেনে উঠেছিলেন। তার সাথে আরও দু'জন সহপাঠী ছিল। অভিযোগ, শুজিৎ শীল নামে এক যুবক সেই ট্রেনে চড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে উত্তর করে থাকে অভিযুক্ত যুবক। একটা সময় ছাত্রীর হাত থেকে জোরপূর্বক মোবাইল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ঘটনাটি দেখে ছাত্রীর দুই

সহপাঠী এসে শুজিৎকে এসে বাধা দেয়। অভিযোগ, শুজিৎ শীল দু'জনের মধ্যে একজনকে ধাক্কা দিয়ে রেল থেকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু অপরজন তাকে রক্ষা করেন। পরবর্তী সময় কোনো উপায় না পেয়ে ওই ছাত্রী ও তার দুই সহপাঠী বিলোনিয়া স্টেশনে নেমে পড়েন। অভিযুক্ত যুবকও তাদের সাথে ট্রেন থেকে নেমে যায়। তিন পড়ুয়া এরপর অটোতে চড়েন। তারা ভেবেছিলেন বিলোনিয়া শহরে চলে আসবেন। শুজিৎ শীল নামে বখাটে যুবক সেই অটোতেও চড়ে বসে। এরই মধ্যে তিন পড়ুয়া

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

**হোম টিচার**  
 বাংলা মাধ্যমের  
 নবম/দশম-সহ ২০২২  
 সালের মাধ্যমিক  
 পরীক্ষার্থীদের সব বিষয়  
 বাড়িতে গিয়ে পড়ানো হয়।  
 নোট তৈরি করে দেওয়া হয়।  
 -ঃ মোবাইলঃ-  
**9862464960**

**বাড়ি ভাড়া**  
 কলেজ টিলা  
 ৯৮৬২৫১২২৫৯  
 কের চৌমুহনী  
 ৯৭৭৪২৬৩৪৯১

**FOR RENT**  
 Premises of 1,350 sqft. and 800 sqft. on main Ronaldsar Road, Joynagar, available for rent in whole or part for Bank/Office/ Showroom.  
 -: Contact :-  
 8794952119  
 9436125328

## 7th Birthday...

# Rusha Choudhury

Papa-Ashish Miah  
Maa-Rujina Begam  
Matinagar-Fultoli

## আরোগ্য

*The Complete Homoeo Health Solution*

আপনার শারীরিক যে কোন জটিল ও কঠিন রোগের নিরাময়, সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র 'আরোগ্য'।

Call or Whats : 9612721087 / 6909988137  
 Behind East Police Station, Old Motorstand, Agartala,  
 Website : www.arogyahomoeo.com

বিস্তৃত- অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এক নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা কেন্দ্র।  
 100% safe and secure 100% Harbal